Bengali, Bangla: Unlocked Literal Bible for Mark

Formatted for Translators

©2022 Wycliffe Associates

Released under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Bible Text: The English Unlocked Literal Bible (ULB)

©2017 Wycliffe Associates

Available at <https://bibleineverylanguage.org/translations>

The English Unlocked Literal Bible is based on the unfoldingWord® Literal Text, CC BY-SA 4.0. The original work of the unfoldingWord® Literal Text is available at [https://unfoldingword.bible/ult/](https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funfoldingword.bible%2Fult%2F&data=02%7C01%7Cmarv_lucas%40wycliffeassociates.org%7Cab3b29dbe7fc44554aeb08d8080e8e70%7C7baa11086adb4be299cf00a4872ab1cf%7C0%7C0%7C637268205914531190&sdata=SW2KxVr%2BcxHGAgMpv602NzoYenorfHi9bOs2SNzVpR4%3D&reserved=0).

The ULB is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Notes: English ULB Translation Notes

©2017 Wycliffe Associates

Available at <https://bibleineverylanguage.org/translations>

The English ULB Translation Notes is based on the unfoldingWord translationNotes, under CC BY-SA 4.0. The original unfoldingWord work is available at <https://unfoldingword.bible/utn>.

The ULB Notes is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

To view a copy of the CC BY-SA 4.0 license visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Below is a human-readable summary of (and not a substitute for) the license.

**You are free to:**

* **Share**— copy and redistribute the material in any medium or format.
* **Adapt**— remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

**Under the following conditions:**

* **Attribution**— You must attribute the work as follows: “Original work available at <https://BibleInEveryLanguage.org>.” Attribution statements in derivative works should not in any way suggest that we endorse you or your use of this work.
* **ShareAlike**— If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
* **No additional restrictions**— You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

**Notices:**

You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation.

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material.

A picture containing text, clipart

Description automatically generated

TOC \o "1-2" \h \z \uRight-click to update field (doing so will insert table of contents).

Page left intentionally blank

## Mark

1

1যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের শুরু; তিনি ঈশ্বরের পুত্র। 2যিশাইয় ভাববাদীর বইয়ে যেমন লেখা আছে, “দেখ, আমি আমার দূতকে তোমার আগে পাঠাচ্ছি; যে তোমার পথ তৈরী করবে। 3মরুভূমিতে একজনের কন্ঠস্বর, সে ঘোষণা করছে, তোমরা প্রভুর পথ তৈরী কর, তাঁর রাজপথ সোজা কর,”4সেইভাবে যোহন মরুপ্রান্তরে এসে বাপ্তিষ্ম দিতে লাগলেন এবং পাপের ক্ষমা, মন পরিবর্তন ও বাপ্তিষ্মের বিষয় প্রচার করতে লাগলেন। 5তাতে সব যিহূদিয়া দেশ ও যিরূশালেমের সবাই বের হয়ে তাঁর কাছে যেতে লাগল; আর নিজ নিজ পাপ স্বীকার করে যর্দন নদীতে তাঁর মাধ্যমে বাপ্তিষ্ম নিতে লাগলো। 6যোহন উটের লোমের কাপড় পরতেন, তাঁর কোমরে চামড়ার কোমরবাঁধনী ছিল এবং তিনি পঙ্গপাল ও বনমধু খেতেন।7তিনি প্রচার করে বলতেন, যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার ছেয়েও শক্তিশালী; আমি নিচু হয়ে তাঁর জুতোর বাঁধন খোলার যোগ্যও নই। 8আমি তোমাদের জলে বাপ্তিষ্ম দিচ্ছি, কিন্তু তিনি তোমাদের পবিত্র আত্মায় বাপ্তিষ্ম দেবেন।9সেই সময়ে এই বিষয় ঘটেছিলো যীশু গালীলের নাসরত শহর থেকে এসে যোহনের কাছে যর্দন নদীতে বাপ্তিষ্ম নিলেন। 10আর যীশু জলের মধ্য থেকে উঠে আসছিলেন, এমন সময়ে তিনি দেখলেন, আকাশ খুলে গেল এবং পবিত্র আত্মা কবুতরের মত করে তাঁর উপরে নেমে আসছেন। 11আর স্বর্গ থেকে এই বাণী হল, “তুমিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমাতে আমি খুবই সন্তুষ্ট”।12এরপরে আত্মা তাঁকে মরুপ্রান্তরে চলে যাওয়ার জন্য বাধ্য করলেন। 13তিনি প্রান্তরে চল্লিশ দিন থেকে শয়তানের দ্বারা পরীক্ষিত হলেন। আর তিনি বন্য পশুদের সঙ্গে থাকলেন এবং স্বর্গীয় দূতগণ তাঁর সেবাযত্ন করতেন।14আর যোহনকে বন্ধী করার পর, যীশু গালীলে এসে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন। 15তিনি বললেন, "সময় সম্পূর্ণ হয়েছে, এবং ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে; তোমরা পাপ থেকে মন ফেরাও ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর।"16পরে যীশু গালীল সমুদ্রের পার দিয়ে হেটে যাওয়ার সময় দেখলেন, শিমোন ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয় সমুদ্রে জাল ফেলছেন, কারণ তাঁরা পেশায় জেলে ছিলেন। 17যীশু তাঁদেরকে বললেন, "আস, আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাদের মানুষ ধরার জেলে করব। 18আর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা জাল ফেলে দিয়ে তাঁর সঙ্গে গেলেন।19পরে তিনি কিছু দুর এগিয়েগিয়ে সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে দেখতে পেলেন; তাঁরাও নৌকাতে ছিলেন, জাল মেরামত করছিলেন। 20তিনি তাঁদেরকে ডাকলেন, তাতে তাঁরা তখনই তাদের বাবা সিবদিয়কে বেতনজীবি কর্মচারীদের সঙ্গে নৌকায় ছেড়ে যীশুর সঙ্গে চলে গেলেন।21পরে তাঁরা কফরনাহূমে গেলেন, আর তিনি বিশ্রামবারে সমাজঘরে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। 22লোকেরা তাঁর শিক্ষায় আশ্চর্য্য হল; কারণ তিনি ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তির মত তাদের শিক্ষা দিতেন, ধর্মশিক্ষকদের মতো নয়।23তখন তাদের সমাজঘরে একজন লোক ছিল, তাকে মন্দ আত্মায় পেয়েছিল; সে চেঁচিয়ে বলল, 24"হে নাসরতীয় যীশু, আপনার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি কি আমাদেরকে ধ্বংস করতে আসলেন? আমি জানি আপনি কে; আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যাক্তি!" 25তখন যীশু সেই মন্দ আত্মাকে ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ কর, ওর মধ্য থেকে বের হও।" 26তাতে সেই মন্দ আত্মা তাকে আছাড় দিয়ে মাটিতে ফেল্ল এবং খুব জোরে চিৎকার করে তার মধ্য থেকে বের হয়ে গেল।27এতে সবাই আশ্চর্য্য হলো, এমনকি, তারা একে অপরকে বলতে লাগলো, "এটা কি? এ কেমন নতুন উপদেশ! উনি ক্ষমতার সঙ্গে মন্দ আত্মাদেরকেও আদেশ দেন, আর তারা তাঁর আদেশ মানে।" 28তাঁর কথা খুব তাড়াতাড়ি গালীল প্রদেশের সবদিকে ছড়িয়ে পড়ল।29পরে সমাজঘর থেকে বের হয়ে তাঁরা যাকোব ও যোহনের সঙ্গে শিমোন ও আন্দ্রিয়ের বাড়িতে গেলেন। 30তখন শিমোনের শ্বাশুড়ীর জ্বর হয়েছে বলে শুয়ে ছিলেন; আর তাঁরা দেরী না করে তার কথা যীশুকে বললেন; 31তখন তিনি কাছে গিয়ে তার হাত ধরে তাকে ওঠালেন। তখন তার জ্বর ছেড়ে গেল, আর তিনি তাঁদের সেবাযত্ন করতে লাগলেন।32পরে সন্ধ্যা বেলা, সূর্য্য ডুবে যাওয়ার পর তারা সব অসুস্থ লোকদের এবং ভূতগ্রস্তদের তাঁর কাছে আনল। 33আর শহরের সমস্ত লোক দরজার কাছে জড়ো হয়েছিল। 34তাতে তিনি নানা প্রকার রোগে অসুস্থ অনেক লোকদের সুস্থ করলেন এবং অনেক ভূত ছাড়ালেন কিন্তু তিনি ভূতদের কথা বলতে দিলেন না, কারণ তারা তাঁকে চিনত যে, তিনি কে।35খুব সকালে যখন অন্ধকার ছিল, তিনি উঠে বাইরে গেলেন এবং নির্জন জায়গায় গিয়ে সেখানে প্রার্থনা করলেন। 36শিমোন ও তাঁর সঙ্গীরা যারা যীশুর সঙ্গে ছিল, তারা তাঁকে খুঁজতে গেলেন। 37তাঁকে পেয়ে তারা বললেন, "সবাই আপনার খোঁজ করছে।"38তিনি তাঁদেরকে বললেন, "চল, আমরা অন্য জায়গায় যাই, কাছাকাছি কোনো গ্রামে যাই, যেন আমি সেই সব জায়গায়ও প্রচার করি, কারণ সেইজন্যই আমি এসেছি।" 39পরে তিনি গালীল দেশের সব জায়গায়, লোকদের সমাজঘরে গিয়ে প্রচার করলেন ও ভূত ছাড়াতে লাগলেন।40একজন কুষ্ঠ রোগী এসে তাঁর কাছে অনুরোধ করে ও হাঁটু গেড়ে বলল, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচি করতে পারেন। 41তিনি করুণার সাথে হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলেন, তিনি বললেন, “আমার ইচ্ছা, তুমি শুচি হও। 42সেই মুহূর্তে কুষ্ঠরোগ তাকে ছেড়ে গেল, সে শুচি হল।43যীশু তাকে কঠোর আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। 44যীশু তাকে বললেন, “দেখ, এই কথা কাউকেও কিছু বলো না; কিন্তু যাজকের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও এবং লোকদের কাছে তোমার শুচি হওয়ার জন্য মোশির দেওয়া আদেশ অনুযায়ী নৈবেদ্য উৎসর্গ কর, তাদের কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যে তুমি সুস্থ হয়েছ।”45কিন্তু সে বাইরে গিয়ে সেই কথা এমন অধিক ভাবে প্রচার করতে ও চারদিকে বলতে লাগল যে, যীশু আর স্বাধীন ভাবে কোন শহরে ঢুকতে পারলেন না, কিন্তু তিনি বাইরে নির্জন জায়গায় থাকলেন; আর লোকেরা সব দিক থেকে তাঁর কাছে আসতে লাগল।

2

1কয়েক দিন পরে যীশু আবার কফরনাহূমে চলে আসলে, সেখানকার মানুষেরা শুনতে পেল যে, তিনি ঘরে আছেন। 2আর এত লোক তাঁর কাছে জড়ো হলো যে, দরজার কাছেও আর জায়গা রইল না। আর তিনি তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিতে লাগলেন।3তখন চারজন লোক একজন পক্ষাঘাতী রোগীকে বয়ে তাঁর কাছে নিয়ে যাচ্ছিল। 4কিন্তু সেখানে ভিড় থাকায় তাঁর কাছে আসতে না পেরে, তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই জায়গায় ছাদ খুলে ফেলে এবং ছিদ্র করে যে মাদুরে পক্ষাঘাতী রোগী শুয়েছিল সেই মাদুর সহ নামিয়ে দিল।5তাদের বিশ্বাস দেখে যীশু সেই পক্ষাঘাতী রোগীকে বললেন, পুত্র, তোমার পাপ ক্ষমা করা হল। 6কিন্তু সেখানে কয়েকজন ধর্মশিক্ষকরা বসেছিলেন; তারা হৃদয়ে এই রকম তর্ক করতে লাগলেন, 7এ মানুষটি এই রকম কথা কেন বলছে? এ যে ঈশ্বরনিন্দা করছে; সেই একজন, অর্থাৎ ঈশ্বর ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে?8তারা মনে মনে এই রকম চিন্তা করছে, এটা যীশু তখনই নিজ আত্মাতে বুঝতে পেরে তাদের বললেন, "তোমরা হৃদয়ে এমন চিন্তা কেন করছ?" 9পক্ষাঘাতী রোগীক কোনটা বলা সহজ, ‘তোমার পাপ ক্ষমা করা হল বলা, না ‘ওঠ’ তোমার বিছানা তুলে হেঁটে বেড়াও বলা?10কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, এটা যেন তোমরা জানতে পার, এই জন্য তিনি সেই পক্ষাঘাতী রোগীকে বললেন। 11তোমাকে বলছি, "ওঠ, তোমার মাদুর তুলে নিয়ে তোমার ঘরে যাও।" 12তাতে সে উঠে দাঁড়াল ও সেই মুহূর্তে মাদুর তুলে নিয়ে সবার সামনে দিয়ে বাইরে চলে গেল; এতে সবাই খুব অবাক হল, আর এই বলে ঈশ্বরের গৌরব করতে লাগল যে, এরকম কখনও দেখিনি।13পরে তিনি আবার বের হয়ে সমুদ্রতীরে চলে গেলেন এবং সব লোক তাঁর কাছে উপস্থিত হলো, আর তিনি তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। 14তিনি যেতে যেতে দেখলেন, আলফেয়ের ছেলে লেবী কর আদায় করবার জায়গায় বসে আছেন; তিনি তাঁকে বললেন, "আমার সঙ্গে এস," তাতে তিনি উঠে তাঁর সঙ্গে চল্লেন।15তিনি যখন তাঁর ঘরের মধ্যে খাবার খেতে বসলেন, আর অনেক কর আদায়কারী ও পাপী মানুষ যীশুর ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে খাবার খেতে বসল; কারণ অনেক লোক যীশুর সঙ্গে ছিল এবং তাঁকে অনুসরন করছিল। 16কিন্তু তিনি পাপী ও কর আদায়কারীদের সঙ্গে খাবার খাচ্ছেন দেখে ফরীশী, ধর্মশিক্ষকেরা তাঁর শিষ্যদের বললেন উনি কেন কর আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেন?17যীশু তা শুনে তাদেরকে বললেন, সুস্থ লোকদের ডাক্তারের প্রয়োজন নেই, কিন্তু অসুস্থদের প্রয়োজন আছে; আমি ধার্মিকদের নয়, কিন্তু পাপীদেরই ডাকতে এসেছি।18আর যোহনের শিষ্যেরা ও ফরীশীরা উপবাস করছিল। তারা যীশুর কাছে এসে তাঁকে বলল, যোহনের শিষ্যেরা ও ফরীশীদের শিষ্যরা উপবাস করে, কিন্তু আপনার শিষ্যেরা উপবাস করে না, এর কারণ কি? 19যীশু তাদের বললেন, বর সঙ্গে থাকতে কি বরের সঙ্গে থাকা লোকেরা উপবাস করতে পারে? যতদিন তাদের সঙ্গে বর থাকে, ততদিন তারা উপবাস করতে পারে না।20কিন্তু এমন সময় আসবে, যখন তাদের কাছ থেকে বরকে নিয়ে যাওয়া হবে; সেদিন তারা উপবাস করবে। 21পুরনো কাপড়ে কেউ নতুন কাপড়ের তালী দেয় না, কারণ তার তালীতে কাপড় ছিঁড়ে যায় এবং ছেঁড়াটা আরও বড় হয়।22আর লোকে পুরাতন চামড়ার থলিতে নতুন আঙ্গুর রস রাখে না; রাখলে চামড়ার থলিগুলি ফেটে যায়, তাতে দ্রাক্ষারস পড়ে যায়, চামড়ার থলিগুলিও নষ্ট হয়; কিন্তু লোকে নূতন চামড়ার থলিতে টাটকা দ্রাক্ষারস রাখে।23আর যীশু বিশ্রামবারে শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাঁর শিষ্যেরা যেতে যেতে শীষ ছিঁড়ে খেতে লাগলেন। 24এতে ফরীশীরা তাঁকে বলল, দেখ, বিশ্রামবারে যা করা উচিত না তা ওরা কেন করছে?25তিনি তাদের বললেন, দায়ূদ ও তাঁর সঙ্গীদের খিদে পেলে তিনি কি করেছিলেন, সেটা কি তোমরা পড়নি? 26দায়ূদ অবিয়াথর মহাযাজকের সময় ঈশ্বরের ঘরের ভিতর ঢুকে যে, দর্শনরুটি যাজকরা ছাড়া আর অন্য কারও খাওয়া উচিত ছিল না, তাই তিনি খেয়েছিলেন এবং সঙ্গীদেরকেও দিয়েছিলেন।27যীশু তাদের আরও বললেন, "বিশ্রামবার মানুষের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ বিশ্রামবারের জন্য না," 28সুতরাং মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারের কর্তা।

3

1তিনি আবার সমাজঘরে গেলেন; সেখানে একজন লোক ছিল, যার একটি হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। 2তিনি বিশ্রামবারে তাকে সুস্থ করেন কি না তা দেখবার জন্য লোকেরা তাঁর প্রতি নজর রাখল; যেন তারা তাঁকে দোষ দেওয়ার কারণ খুঁজে পায়।3তখন তিনি সেই হাত শুকিয়ে যাওয়া লোকটিকে বললেন, "ওঠ এবং সবার মাঝখানে এসে দাঁড়াও।" 4পরে তাদের বললেন, "বিশ্রামবারে কি করা উচিত? ভাল করা, না মন্দ করা? প্রাণ রক্ষা করা উচিত না হত্যা করা উচিত?" কিন্তু তারা চুপ করে থাকলো।5তখন তিনি তাদের হৃদয়ের কঠিনতার জন্য খুব দুঃখ পেয়ে তাদের চারদিকে তাকিয়ে রাগের সঙ্গে সেই লোকটিকে বললেন, "তোমার হাত বাড়িয়ে দাও," সে তার হাত বাড়িয়ে দিল এবং তার হাত আগের মত ভালো হয়ে গেল। 6পরে ফরীশীরা বাইরে গিয়ে হেরোদ রাজার লোকদের সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল, কিভাবে তাঁকে মেরে ফেলা যায়।7তখন যীশু তার নিজের শিষ্যদের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে চলে গেলেন; তাতে গালীল থেকে একদল মানুষ তার পেছন পেছন গেল। 8আর যিহূদীয়া, যিরূশালেম, ইদোম, যর্দন নদীর অপর পারের দেশ থেকে এবং সোর ও সীদোন শহরের চারদিক থেকে অনেক লোক, তিনি যে সব মহৎ মহৎ কাজ করছিলেন, তা শুনে তাঁর কাছে আসল।9তিনি নিজ শিষ্যদের বললেন, "যেন একটি নৌকা তাঁর জন্য তৈরী থাকে," কারণ সেখানে খুব ভিড় ছিল এবং যেন লোকেরা তাঁর ওপরে চাপাচাপি করে না পড়ে। 10তিনি অনেক লোককে সুস্থ করেছিলেন, সেইজন্য রোগগ্রস্ত সব মানুষ তাঁকে ছোঁয়ার আশায় তাঁর গায়ের ওপরে পড়ছিল।11যখন অশুচি আত্মারা তাঁকে দেখত তাঁর সামনে পড়ে চেঁচিয়ে বলত, আপনি ঈশ্বরের পুত্র; 12তিনি তাদেরকে কঠিন ভাবে বারণ করে দিতেন, যেন তারা তাঁর পরিচয় না দেয়।13পরে তিনি পর্বতের উপর উঠে, নিজে যাদেরকে চাইলেন তাদের কাছে ডাকলেন; তাতে তাঁরা তাঁর কাছে আসলেন। 14তিনি বারো জনকে নিযুক্ত করলেন যাদের তিনি প্রেরিত নাম দিলেন, যেন তাঁরা তাঁর সাথে থাকেন ও যেন তিনি তাঁদেরকে প্রচার করবার জন্য পাঠাতে পারেন। 15এবং তাঁরা যেন ভূত ছাড়াবার ক্ষমতা পায়। 16যে বারো জনকে তিনি নিযুক্ত করেছেন তাদের নাম হলো শিমোন যার নাম যীশু পিতর দিলেন,17সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও সেই যাকোবের ভাই যোহন, এই দুই জনকে বোনেরগশ, মানে মেঘধ্বনির ছেলে, এই নাম দিলেন। 18এবং আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বর্থলময়, মথি, থোমা, আলফেয়ের ছেলে যাকোব, থদ্দেয় ও কনানী শিমোন, 19এবং যে তাঁকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল, সেই ঈষ্করিয়োতীয় যিহূদা।20তিনি ঘরে আসলেন এবং আবার এত লোক জড়ো হল যে, তাঁরা খেতে পারলেন না। 21এই কথা শুনে তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে এলেন, কারণ তারা বললেন, সে হতজ্ঞান হয়ে পড়েছে। 22আর যে ধর্মশিক্ষকেরা যিরূশালেম থেকে এসেছিলেন, তারা বললেন "একে বেলসবূলের আত্মা ভর করেছে এবং ভূতদের রাজার মাধ্যমে সে ভূত ছাড়ায়।23তখন তিনি তাদেরকে ডেকে উপমা দিয়ে বললেন, "শয়তান কিভাবে শয়তানকে ছাড়াতে পারে?" 24কোন রাজ্য যদি নিজের মধ্যে ভাগ হয়, তবে সেই রাজ্য ঠিক থাকতে পারে না। 25আর কোন পরিবার যদি নিজের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়, তবে সেই পরিবার টিকে থাকতে পারে না।26আর শয়তান যদি নিজের বিরুদ্ধে ওঠে ও ভিন্ন হয়, তবে সেও টিকে থাকতে পারে না, কিন্তু সেটা শেষ হয়ে যায়। 27কিন্তু আগে শক্তিশালী মানুষকে না বাঁধলে কেউ তার ঘরে ঢুকে তার জিনিসপত্র চুরি করতে পারে না; তবে বাঁধলে পর সে তার ঘরের জিনিসপত্র চুরি করতে পারবে।28আমি তোমাদের সত্য বলছি, মানুষেরা যে সমস্ত পাপ কাজ ও ঈশ্বরনিন্দা করে, সেই সবের ক্ষমা হবে। 29কিন্তু যে মানুষ পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দা করে, কখনও সে ক্ষমা পাবে না, সে বরং চিরকাল পাপের দায়ী থাকবে। 30ওকে মন্দ আত্মায় পেয়েছে, তাদের এই কথার জন্যই তিনি এই রকম কথা বললেন।31আর তাঁর মা ও তাঁর ভাইয়েরা আসলেন এবং বাইরে দাঁড়িয়ে কারো মাধ্যমে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। 32তখন তাঁর চারপাশে অনেক লোক বসেছিল; তারা তাঁকে বলল, দেখুন, আপনার মা ও আপনার ভাই, ভোনেরা বাইরে আপনার খোঁজ করছেন।33তিনি উত্তরে তাদের বললেন, আমার মা কে? আমার ভাইয়েরাই বা কারা? 34পরে যারা তাঁর চারপাশে বসেছিল, তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই দেখ, আমার মা ও আমার ভাইয়েরা; 35কারণ যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে চলে, সেই আমার ভাই ও বোন ও মা।

4

1পরে তিনি আবার সমুদ্রের তীরে শিক্ষা দিতে লাগলেন; তাতে তাঁর কাছে এত লোক জড়ো হল যে, তিনি সমুদ্রের মধ্যে একটি নৌকায় উঠে বসলেন এবং সব লোক তীরে দাঁড়িয়ে রইলো। 2তখন তিনি গল্পের মাধ্যমে তাদেরকে অনেক শিক্ষা দিতে লাগলেন। শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি তাদেরকে বললেন,3"দেখ, একজন চাষী বীজ বুনতে গেল; 4বোনার সময় কিছু বীজ পথের ধারে পড়ল, তাতে পাখিরা এসে সেগুলি খেয়ে ফেলল। 5আর কিছু বীজ পাথুরে মাটিতে পড়ল, যেখানে ঠিকমত মাটি পেল না; সেগুলি ঠিকমত মাটি না পেয়ে তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হলো,6কিন্তু সূর্য্য উঠলে সেগুলি পুড়ে গেল এবং তার শিকড় না থাকাতে শুকিয়ে গেল। 7আর কিছু বীজ কাঁটাবনের মধ্যে পড়ল, তাতে কাঁটাবন বেড়ে গিয়ে সেগুলি চেপে রাখলো, সেগুলিতে ফল ধরল না।8আর কিছু বীজ ভালো জমিতে পড়ল, তা অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে উঠে ফল দিল; কিছু ত্রিশ গুন, কিছু ষাট গুন ও কিছু শত গুন ফল দিল।" 9পরে তিনি বললেন, "যার শুনবার কান আছে সে শুনুক!"10যখন তিনি একা ছিলেন, তাঁর সঙ্গীরা সেই বারো জনের সঙ্গে তাঁকে গল্পের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। 11তিনি তাঁদেরকে বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্যের গুপ্ত সত্য তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু ঐ বাইরের লোকদের কাছে সবই গল্পের মাধ্যমে বলা হয়ে থাকে," 12সুতরাং তারা যখন দেখে, তারা দেখুক কিন্তু যেন বুঝতে না পারে এবং যখন শুনে, শুনুক কিন্তু যেন না বোঝে, পাছে তারা ফিরে আসে ও ঈশ্বর তাদেরকে ক্ষমা করেন।13পরে তিনি তাদেরকে বললেন, "এই গল্প যখন তোমরা বুঝতে পার না? তবে কেমন করে বাকি সব গল্প বুঝতে পারবে?" 14সেই বীজবাপক ঈশ্বরের বাক্য বুনেছিল। 15পথের ধারে পড়া বীজ দিয়ে বোঝানো হয়েছে, তারা এমন লোক যাদের মধ্যে বাক্যবীজ বোনা যায়; আর যখন তারা শোনে, তখনই শয়তান এসে, তাদের মধ্যে যা বোনা হয়েছিল, সেই বাক্য ছিনিয়ে নিয়ে যায়।16আর পাথুরে জমিতে পড়া বীজের মধ্য দিয়ে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা এই বাক্য শোনে ও তখনই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে; 17আর তাদের ভিতরে শিকড় নেই বলে, তারা কম দিন স্থির থাকে, পরে সেই বাক্যের জন্য কষ্ট এবং তাড়না আসলে তখনই তারা পিছিয়ে যায়।18আর কাঁটাবনের মধ্যে যে বীজ বোনা হয়েছিল, তারা এমন লোক, যারা বাক্য শুনেছে, 19কিন্তু সংসারের চিন্তা-ভাবনা, সম্পত্তির মায়া ও অন্যান্য জিনিসের লোভ এসে ঐ বাক্যকে চেপে রাখে, তাতে তা ফলহীন হয়। 20আর ভালো জমিতে যে বীজ বোনা হয়েছিল, তারা এই মত যারা সেই বাক্য শোনে ও গ্রহন করে, কেউ ত্রিশ গুন, কেউ ষাট গুন ও কেউ একশ গুন ফল দেয়।"21তিনি তাদের আরও বললেন, "কেউ কি প্রদীপ এনে ঝুড়ির নীচে বা খাটের নীচে রাখে? তোমরা সেটা বাতিদানের ওপরই রাখ।" 22কারণ কোনো কিছুই লুকানো নেই, যেটা প্রকাশিত হবে না; আবার এমন কিছু গোপন নেই, যা প্রকাশ পাবে না। 23যার শুনবার কান আছে, সে শুনুক!”24আর তিনি তাদেরকে বললেন, “তোমরা যা শুনছ তার দিকে মনোযোগ দাও; তোমরা যে পরিমাণে পরিমাপ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের জন্য পরিমাপ করা যাবে এবং তোমাদেরকে আরও বেশী পরিমানে পরিমাপ করা যাবে। 25কারণ যার আছে তাকে আরও দেওয়া হবে; আর যার নেই, তার যা আছে, সেটাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।”26তিনি আরও বললেন, ঈশ্বরের রাজ্য এই রকম, একজন লোক যে মাটিতে বীজ বুনল; 27পরে সে রাতে ঘুমিয়ে পড়ে ও দিনে আবার জেগে ওঠে এবং ঐ বীজও অঙ্কুরিত হয়ে বেড়ে ওঠে, যদিও সে তা জানে না কিভাবে হয়। 28জমি নিজে নিজেই ফসল দেয়; প্রথমে অঙ্কুর, তারপর শীষ ও শীষের মধ্যে পরিপূর্ণ শস্যদানা। 29কিন্তু শস্য পাকলে সে তখনই কাস্তে লাগায়, কারণ শস্য কাটবার সময় এসেছে।30আর তিনি বললেন, "আমরা কিসের সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যের তুলনা করতে পারি? বা কোন দৃষ্টান্তের সাহায্যেই বা আমরা বোঝাতে পারি?" 31এটা একটা সর্ষে দানার মত, এই বীজ মাটিতে বোনবার সময় জমির সব বীজের মধ্যে খুবই ছোট, 32কিন্তু বোনা হলে তা অঙ্কুরিত হয়ে সব শাক সবজি থেকে বড় হয়ে উঠে এবং বড় বড় ডাল বের হয়; তাতে আকাশের পাখিরা তার ছায়ার নীচে বাসা বাধতে পারে।”33এই রকম আরো অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি তাদের বুঝবার ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের কাছে বাক্য প্রচার করতেন; 34আর দৃষ্টান্ত ছাড়া তাদেরকে কিছুই বলতেন না; পরে ব্যক্তিগত ভাবে শিষ্যদের সব কিছু বুঝিয়ে দিতেন।35সেই দিন সন্ধ্যা হলে তিনি তাঁদেরকে বললেন, “চল, আমরা হ্রদের অন্য পারে যাই।” 36তখন তাঁরা লোকদেরকে বিদায় দিয়ে, যীশু যে নৌকায় ছিলেন সেই নৌকায় করে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে চললেন; এবং সেখানে আরও নৌকা তাঁর সঙ্গে ছিল। 37পরে ভীষণ ঝড় উঠল এবং সমুদ্রের ঢেউগুলো নৌকার ওপর পড়তে লাগলো এবং নৌকা জলে ভর্তি হতে লাগল।38তখন তিনি নৌকার পিছন দিকে বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন; আর তারা তাঁকে জাগিয়ে বললেন, "হে গুরু, আপনার কি মনে হচ্ছে না যে, আমরা মরতে চলেছি?" 39তখন তিনি জেগে উঠে বাতাসকে ধমক দিলেন ও সমুদ্রকে বললেন, "শান্তি! শান্ত হও!” তাতে বাতাস থেমে গেল এবং শান্ত হল।40পরে তিনি তাঁদেরকে কে বললেন, "তোমরা ভয় পাচ্ছ কেন? এখনো কি তোমাদের বিশ্বাস হয়নি?" 41তাতে তাঁরা ভীষণ ভয় পেলেন এবং একে অপরকে বলতে লাগলেন, "ইনি কে যে, বাতাস এবং সমুদ্রও তাঁর আদেশ মানে?"

5

1পরে তাঁরা সমুদ্রের ওপারে গেরাসেনীদের দেশে পৌঁছালেন। 2তিনি নৌকা থেকে যখন নামলেন, তখনই একজন লোক কবরস্থান থেকে তাঁর সামনে আসলো, যাকে মন্দ আত্মায় পেয়েছিল।3সে কবর স্থানে বাস করত এবং কেউ তাকে শিকল দিয়েও আর বেঁধে রাখতে পারত না। 4লোকে বার বার তাকে বেড়ি ও শিকল দিয়ে বাঁধত, কিন্তু সে শিকল ছিঁড়ে ফেলত এবং বেড়ি ভেঙে টুকরো টুকরো করত; কেউ তাকে সামলাতে পারত না।5আর সে রাত দিন সবসময় কবরে কবরে ও পাহারে পাহারে চিৎকার করে বেড়াত এবং ধারালো পাথর দিয়ে নিজেই নিজের শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করত। 6সে দূর হতে যীশুকে দেখে দৌড়ে আসল এবং তাঁকে প্রণাম করল।7খুব জোরে চেঁচিয়ে সে বলল, “হে যীশু, মহান ঈশ্বরের পুত্র, আমার সঙ্গে আপনার কি দরকার? আমি আপনাকে ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি, আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না।” 8কারণ যীশু তাকে বলেছিলেন, “হে মন্দ আত্মা, এই মানুষটি থেকে বের হয়ে যাও।”9তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার নাম কি?” সে উত্তর দিল, “আমার নাম বাহিনী,” কারণ আমরা অনেকে আছি। 10পরে সে অনেক কাকুতি মিনতি করল, যেন তিনি তাদের সেই এলাকা থেকে বের করে না দেন।11সেই জায়গায় পাহাড়ের পাশে এক শূকরের পাল চরছিল। 12আর ভূতেরা মিনতি করে বলল, “ঐ শূকর পালের মধ্যে ঢুকতে দিন এবং আমাদেরকে সেখানে পাঠিয়ে দিন।” 13তিনি তাদেরকে অনুমতি দিলেন। তখন সেই মন্দ আত্মারা বের হয়ে শূকরের পালের মধ্যে ঢুকলো; তাতে সেই শূকরপাল খুব জোরে দৌড়ে ঢালু পাড় দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে ডুবে মরল। সেই পালে কমবেশি দুই হাজার শূকর ছিল।14যারা সেই শূকর গুলোকে চরাচ্ছিল, তারা পালিয়ে গিয়ে শহরে ও গ্রামে গ্রামে সংবাদ দিল। তখন কি ঘটেছে, তা দেখবার জন্য লোকেরা আসলো; 15তারা যীশুর কাছে আসলো এবং যখন দেখল, যে লোকটা ভূতগ্রস্ত সেই লোকটা কাপড় চোপড় পরে সুস্থ মনে বসে আছে; তাতে তারা ভয় পেল।16আর ঐ ভূতগ্রস্ত লোকটীর ও শূকর পালের ঘটনা যারা দেখেছিল, তারা লোকদেরকে সব বিষয় বলল। 17যারা সেখানে এসেছিল তারা নিজেদের এলাকা থেকে চলে যেতে যীশুকে অনুরোধ করতে লাগল।18পরে তিনি যখন নৌকায় উঠেছেন, এমন সময় সেই ভূতগ্রস্ত লোকটি এসে তাঁকে অনুরোধ করল, যেন সেও তাঁর সঙ্গে যেতে পারে। 19কিন্তু তিনি তাকে অনুমতি দিলেন না, বরং বললেন, “তুমি বাড়িতে তোমার আত্মীয়দের কাছে যাও এবং ঈশ্বর তোমার জন্য যে যে মহৎ কাজ করেছেন ও তোমার জন্য যে দয়া করেছেন, তা তাদেরকে গিয়ে বল।” 20তখন সে চলে গেল, যীশু তার জন্য যে কত বড় কাজ করেছিলেন, তা দিকাপলিতে প্রচার করতে লাগল; তাতে সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল।21পরে যীশু নৌকা দিয়ে আবার পার হয়ে অন্য পারে আসলে তাঁর কাছে বহু মানুষের ভিড় হল; তখন তিনি সমুদ্রতীরে ছিলেন। 22আর সমাজ ঘরের যায়ীর নামে একজন নেতা এসে তাঁকে দেখে তাঁর পায়ে উবুড় হয়ে পড়লেন। 23তিনি অনেক মিনতি করে বললেন, “আমার মেয়েটী মরে যাওয়ার মত হয়েছে, আপনি এসে তার ওপরে আপনার হাত রাখুন, যেন সে সুস্থ হয়ে যায় ও বাঁচতে পারে।” 24তখন তিনি তাঁর সঙ্গে গেলেন; আর অনেক লোক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল ও তাঁর চারপাশে ঠেলাঠেলি করছিল।25আর একজন স্ত্রীলোক বারো বছর ধরে রক্তস্রাব রোগে ভুগছিল, 26অনেক চিকিৎসার মাধ্যমে বহু কষ্টভোগ করেছিল এবং তার যা টাকা-পয়সা ছিল, সব ব্যয় করেও সুস্থতা পায়নি, বরং আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছিল। 27সে যীশুর সমন্ধে শুনেছিল, তাই ভিড়ের মধ্যে যখন যীশু হাঁটছিলেন তখন তাঁর পিছন দিক থেকে এসে মহিলাটি তাঁর কাপড় স্পর্শ করলো।28কারণ সে মনে মনে বলল, “আমি যদি কেবল তাঁর কাপড় ছুঁতে পারি, তবেই সুস্থ হব।” 29যখন সে র্স্পশ করল তখনই তার রক্তস্রাব বন্ধ হয়ে গেল এবং নিজের শরীরে বুঝতে পারল যে ঐ যন্ত্রণাদায়ক রোগ হতে সে সুস্থ হয়েছে।30সঙ্গে সঙ্গে যীশু নিজের মনে জানতে পারলেন যে, তাঁর থেকে শক্তি বের হয়ে গেছে, তাই ভিড়ের মধ্যে মুখ ফিরিয়ে বললেন, “কে আমার কাপড় ছুঁয়েছে?” 31তাঁর শিষ্যেরা বললেন, “আপনি দেখছেন, মানুষেরা ঠেলাঠেলি করে আপনার গায়ের ওপরে পড়ছে, আর আপনি বলছেন, কে আমাকে র্স্পশ করল?” 32কিন্তু কে র্স্পশ করেছিল, তাকে দেখবার জন্য তিনি চারিদিকে দেখলেন।33সেই স্ত্রীলোকটী জানত তার প্রতি কি ঘটেছে, সে কারণে সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর সামনে এসে উবুড় হয়ে পড়ল এবং সব সত্যি ঘটনা তাঁকে বলল। 34তখন তিনি তাকে বললেন, “মেয়ে, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করল। শান্তিতে চলে যাও এবং তোমার রোগ থেকে মুক্ত হও।35তিনি যখন এই কথা তাকে বলছেন, এমন সময় সমাজঘরের নেতা যায়ীরের বাড়ি থেকে লোক এসে তাঁকে বলল, “আপনার মেয়ে মারা গেছে। গুরুকে আর কেন কষ্ট দিবেন?”36কিন্তু যীশু তাদের কথা শুনতে পেয়ে সমাজঘরের নেতাকে বললেন, “ভয় করো না, শুধুমাত্র বিশ্বাস কর।” 37আর তিনি পিতর, যাকোব এবং যাকোবের ভাই যোহন, এই তিনজন ছাড়া আর কাউকে নিজের সঙ্গে যেতে দিলেন না। 38পরে তাঁরা সমাজের নেতার বাড়িতে আসলেন, আর তিনি দেখলেন, সেখানে অনেকে মন খারাপ করে বসে আছে এবং লোকেরা খুব চিৎকার করে কাঁদছে ও বিলাপ করছে।39তিনি ভিতরে গিয়ে তাদেরকে বললেন, “তোমরা চিৎকার করে কাঁদছ কেন? মেয়েটি তো মরে যায় নি, ঘুমিয়ে রয়েছে।” 40তখন তারা তাঁকে ঠাট্টা করল; কিন্তু তিনি সবাইকে বের করে দিয়ে, মেয়েটির বাবা ও মাকে এবং নিজের শিষ্যদের নিয়ে, যেখানে মেয়েটি ছিল সেই ঘরের ভিতরে গেলেন।41পরে তিনি মেয়েটির হাত ধরে তাকে বললেন, “টালিথা কুমী;” অনুবাদ করলে এর মানে হয়, “খুকুমনি, তোমাকে বলছি, ওঠ।” 42সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি তখনই উঠে বেড়াতে লাগল, কারণ তার বয়স বারো বছর ছিল। এতে তারা খুব অবাক ও বিস্মিত হল। 43পরে তিনি তাদেরকে কড়া আদেশ দিলেন, যেন কেউ এই বিষয়ে জানতে না পারে, আর তিনি মেয়েটিকে কিছু খাবার দিতে জন্য বললেন।

6

1পরে যীশু সেখান থেকে চলে গেলেন এবং নিজের গ্রামে আসলেন, আর তাঁর শিষ্যরা তাঁর পেছন পেছন গেল। 2বিশ্রামবারে তিনি সমাজঘরে শিক্ষা দিতে লাগলেন; তাতে অনেক লোক তার কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, “এই লোক এ সব শিক্ষা কোথা থেকে পেয়েছে? এই প্রজ্ঞাই কি ঈশ্বর তাকে দিয়েছে? এই লোকটী তার হাত দিয়ে যে সব অলৌকিক কাজ করছে, সেগুলোই বা কি?” 3“একি সেই ছুতার মিস্ত্রি, মরিয়মের সেই পুত্র এবং যাকোব, যোষি, যিহূদা ও শিমোনের ভাই নয়? এবং তার বোনেরা কি আমাদের এখানে নেই?” এইভাবে তারা যীশুকে নিয়ে বাধা পেতে লাগল।4তখন যীশু তাদের বললেন, “নিজের গ্রাম ও নিজের লোক এবং নিজের বাড়ি ছাড়া আর কোথাও ভাববাদী অসম্মানিত হন না।” 5তখন তিনি সে জায়গায় আর কোন আশ্চর্য্য কাজ করতে পারলেন না, শুধুমাত্র কয়েক জন রোগগ্রস্থ মানুষের ওপরে হাত রেখে তাদেরকে সুস্থ করলেন। 6আর তিনি তাদের অবিশ্বাস দেখে অবাক হলেন। পরে তিনি চারিদিকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে শিক্ষা দিতে লাগলেন।7আর তিনি সেই বারো জনকে কাছে ডেকে দুজন দুজন করে তাঁদেরকে প্রচার করবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন; এবং তাঁদেরকে মন্দ আত্মার ওপরে ক্ষমতা দান করলেন; 8আর নির্দেশ দিলেন, তারা যেন চলার জন্য এক লাঠি ছাড়া আর কিছুই না নেয়, রুটি ও না, থলিও না, কোমরবাধনীতে পয়সাও না; 9কিন্তু পায়ে জুতো পরো, আর দুটি জামাও পরিও না।10তিনি তাঁদেরকে আরও বললেন, “তোমরা যখন কোন বাড়িতে ঢুকবে, সেখান থেকে অন্য কোথাও না যাওয়া পর্যন্ত সেই বাড়িতে থেকো। 11আর যদি কোন জায়গার লোক তোমাদেরকে গ্রহণ না করে এবং তোমাদের কথা না শোনে, সেখান থেকে যাওয়ার সময় তাদের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যের জন্য নিজ নিজ পায়ের ধূলো ঝেড়ে ফেলো।12পরে তাঁরা গিয়ে প্রচার করলেন, যেন মানুষেরা পাপ থেকে মন ফেরায়। 13আর তাঁরা অনেক ভূত ছাড়ালেন এবং অনেক অসুস্থ লোককে তেল অভিষেক দিয়ে সুস্থ করলেন।14আর হেরোদ রাজা যীশুর কথা শুনতে পেলেন, কারণ তাঁর খুব সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। কেউ কেউ বলছে, “বাপ্তিষ্মদাতা যোহন মৃতদের মধ্য থেকে উঠেছেন, আর সেই জন্য এইসব অলৌকিক কাজ যীশু করতে পারছেন” 15কিন্তু আবার কেউ বলে, “উনি এলিয়” এবং কেউ বলে, “উনি একজন ভাববাদি, অতীতের ভাববাদিদের মধ্যে কোন এক জনের মত।”16কিন্তু হেরোদ তাঁর কথা শুনে বললেন, “আমি যে যোহনের মাথা শিরচ্ছেদ করেছি, তিনি উঠেছেন।” 17হেরোদ নিজের ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়াকে বিয়ে করেছিলেন এবং তার জন্য যোহনকে ধরে বেঁধে কারাগারে রেখেছিলেন।18কারণ যোহন হেরোদকে বলেছিলেন, “ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করা আপনার উচিত হয়নি।” 19আর হেরোদিয়া তাঁর ওপর রেগে গিয়ে তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, কিন্তু পেরে ওঠেনি। 20আর হেরোদ যোহনকে ধার্মিক ও পবিত্র লোক বলে ভয় করতেন ও তাঁকে রক্ষা করতেন। আর তাঁর কথা শুনে তিনি খুব অস্বস্তি বোধ করতেন, তথাপি তাঁর কথা শুনতে ভালবাসতেন।21পরে হেরোদিয়ার কাছে এক সুযোগ এল, যখন হেরোদ নিজের জন্মদিনে বড় বড় লোকদের, সেনাপতিদের এবং গালীলের প্রধান লোকদের জন্য এক রাত্রিভোজ আয়োজন করলেন; 22আর হেরোদিয়ার মেয়ে সেই ভোজ সভায় নেচে হেরোদ এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে ভোজে বসেছিলেন, তাঁদের সন্তুষ্ট করল। তাতে রাজা সেই মেয়েকে বললেন, “তোমার যা ইচ্ছা হয়, আমার কাছে চাও, আমি তোমাকে দেব।”23আর তিনি শপথ করে তাকে বললেন, “অর্ধেক রাজ্য পর্যন্ত হোক, আমার কাছে যা চাইবে, তাই তোমাকে দেব”। 24সে তখন বাইরে গিয়ে নিজের মাকে জিজ্ঞাসা করল, “আমি কি চাইব?” সে বলল, “যোহন বাপ্তিষ্মদাতার মাথা”। 25সে তখনই তাড়াতাড়ি করে হলের মধ্যে গিয়ে রাজার কাছে তা চাইল, বলল, “আমার ইচ্ছা এই যে, আপনি এখনই যোহন বাপ্তিষ্মদাতার মাথা থালায় করে আমাকে দিন”।26তখন রাজা খুব দুঃখিত হলেন, কিন্তু নিজের শপথের কারণে এবং যারা তাঁর সঙ্গে ভোজে বসেছিল, তাদের জন্যে, তাকে ফিরিয়ে দিলেন না। 27আর রাজা তখনই একজন সেনাকে পাঠিয়ে যোহনের মাথা আনতে আদেশ দিলেন; সেই সেনাটি কারাগারের মধ্যে গিয়ে তাঁর মাথা কাটল। 28পরে তাঁর মাথা থালায় করে নিয়ে এসে সেই মেয়েকে দিল এবং মেয়েটি নিজের মাকে দিল। 29এই খবর পেয়ে তাঁর শিষ্যরা এসে তাঁর মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে কবর দিল।30পরে প্রেরিতরা যীশুর কাছে এসে জড়ো হলেন; আর তাঁরা যা কিছু করেছিলেন, ও যা কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই সব তাঁকে বললেন। 31তিনি তাঁদেরকে বললেন, “তোমরা দূরে এক নির্জন জায়গায় এসে কিছুদিন বিশ্রাম কর”। কারণ অনেক লোক আসা যাওয়া করছিল, তাই তাঁদের খাওয়ার সময় ছিল না। 32পরে তাঁরা নিজেরা নৌকা করে দূরে এক নির্জন জায়গায় চলে গেলেন।33কিন্তু লোকেরা তাঁদের যেতে দেখল এবং অনেকে তাঁদেরকে চিনতে পারল, তাই সব শহর থেকে মানুষেরা দৌড়ে গিয়ে তাঁদের আগে সেই জায়গায় গেল। 34তখন যীশু নৌকা থেকে নেমে বহুলোক দেখে তাদের জন্য করুণাবিষ্ট হলেন, কারণ তারা পালকহীন মেষপালের মত ছিল; আর তিনি তাদেরকে অনেক বিষয় শিক্ষা দিতে লাগলেন।35পরে দিন প্রায় শেষ হলে তাঁর শিষ্যরা কাছে এসে তাঁকে বললেন, “এ জায়গা নির্জন এবং দিনও প্রায় শেষ; 36তাই এদেরকে যেতে দিন, যেন তারা চারিদিকে শহরে এবং গ্রামে গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য খাবার কিনতে পারে”।37কিন্তু তিনি উত্তরে তাঁদেরকে বললেন, “তোমরাই তাদেরকে কিছু খেতে দাও”। তাঁরা বললেন, “আমরা গিয়ে কি দুশো সিকির রুটি কিনে নিয়ে তাদেরকে খেতে দেব?” 38তিনি তাঁদেরকে বললেন, “তোমাদের কাছে কয়টি রুটি আছে? গিয়ে দেখ”। তাঁরা দেখে বললেন, “পাঁচটি রুটি এবং দুটী মাছ আছে”।39তখন তিনি সবাইকে সবুজ ঘাসের ওপরে দলে দলে বসিয়ে দিতে আদেশ দিলেন। 40তারা কোনো সারিতে একশো জন ও কোনো সারিতে পঞ্চাশ জন করে বসে গেল। 41পরে তিনি সেই পাঁচটি রুটি ও দুটী মাছ নিয়ে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে ধন্যবাদ দিলেন এবং সেই রুটি কয়টি ভেঙে লোকদের দেবার জন্য শিষ্যদের হাতে দিলেন; আর সেই দুটী মাছও সবাইকে ভাগ করে দিলেন।42তাতে সবাই খেল এবং সন্তুষ্ট হল। 43আর শিষ্যরা অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া জড়ো করে পূর্ণ বারো ঝুড়ি রুটি এবং মাছ তুলে নিলেন। 44যারা সেই রুটি খেয়েছিল সেখানে পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল।45পরে যীশু তখনই শিষ্যদের শক্তভাবে বলে দিলেন, যেন তাঁরা নৌকায় উঠে তাঁর আগে অপর পাড়ে বৈৎসৈদার দিকে চলে যান, আর সেই সময় তিনি লোকদেরকে বিদায় করে দেন। 46যখন সবাই চলে গেল তখন তিনি প্রার্থনা করার জন্য পাহাড়ে চলে গেলেন। 47আর সন্ধ্যা হল, তখন নৌকাটি সমুদ্রের মাঝখানে ছিল এবং তিনি একা ডাঙায় ছিলেন।48পরে যীশু দেখতে পেলেন শিষ্যরা নৌকায় করে যেতে খুব কষ্ট করছে কারণ হাওয়া তাদের বিপরীত দিক থেকে বইছিল। আর প্রায় শেষ রাত্রিতে যীশু সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে তাঁদের কাছে আসলেন এবং তাঁদেরকে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। 49কিন্তু সমুদ্রের উপর দিয়ে তাঁকে হাঁটতে দেখে তাঁরা ভূত মনে করে চেঁচিয়ে উঠলেন, 50কারণ সবাই তাঁকে দেখছিল ও ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সাথে বললেন, তাঁদেরকে বললেন, “সাহস কর, এখানে আমি, ভয় করো না”।51পরে তিনি তাঁদের সঙ্গে নৌকায় উঠলেন, আর বাতাস থেমে গেল; তাতে তাঁরা মনে মনে এই সব দেখে অবাক হয়ে গেল। 52কারণ তাঁরা রুটির বিষয় তখনও বুঝতে পারেনি, কিন্তু তাঁদের মন খুবই কঠিন ছিল এই সব বোঝার জন্য।53পরে তাঁরা পার হয়ে গিনেষরৎ প্রদেশে এসে তীরে নৌকা লাগালেন এবং সেখানে নোঙ্গর ফেললেন। 54যখন সবাই নৌকা থেকে নামলেন লোকেরা তখন যীশুকে চিনতে পারল। 55তাঁকে চিনতে পেরে চারিদিক থেকে সমস্ত অঞ্চলের লোকজন দৌড়ে আসতে লাগল এবং অসুস্থ লোকদের খাটে করে তিনি যে জায়গায় আছেন সেখানে আনতে লাগলেন।56আর গ্রামে, কি শহরে, কি দেশে, যে কোনো জায়গায় তিনি গেলে, সেই জায়গায় তারা অসুস্থদেরকে নিয়ে আসত; এবং তাঁকে মিনতি করত, যেন রোগীরা তাঁর পোশাকের ঝালর একটু ছুঁতে পারে, আর যত লোক তাঁকে র্স্পশ করত, সবাই সুস্থ হত।

7

1আর যিরুশালেম থেকে কয়েকজন ফরীশীরা ও ব্যবস্থা শিক্ষকেরা এসে তাঁর কাছে জড়ো হল।2তারা দেখল যে, তাঁর কয়েক জন শিষ্য অশুচি হাত দিয়ে খাচ্ছে, যে হাত পরিষ্কার করা হয়নি। 3(ফরীশীরা ও যীহূদিরা সবাই পূর্বপুরুষদের দেওয়া যে নিয়ম মেনে আসছে সেই নিয়ম মতে হাত না ধুয়ে খাওয়া যায় না। 4আর বাজার থেকে আসলে তারা স্নান না করে খাবার খায় না; এবং তারা আরও অনেক বিষয় মানবার আদেশ পেয়েছে, যথা; ঘটী, ঘড়া ও পিতলের নানা পাত্র ধোয়া যাতে তারা খেত।)5পরে ফরীশীরা ও ব্যবস্থা শিক্ষকেরা যীশুকে জিজ্ঞাসা করল, “আপনার শিষ্যেরা পূর্বপুরুষদের দেওয়া যে নিয়ম চলে আসছে, সে নিয়ম না মেনে কেন তারা অশুচি হাত দিয়েই খায়?”6কিন্তু তিনি তাদেরকে বললেন, “আপনারা ভণ্ড, যিশাইয় ভাববাদী তোমাদের বিষয়ে একদম ঠিক কথা বলেছেন, তিনি লিখেছেন, “এই লোকেরা শুধুই মুখে আমার সম্মান করে, কিন্তু এদের হৃদয় আমার থেকে অনেক দূরে থাকে। 7এরা বৃথাই আমার আরাধনা করে এবং মানুষের বানানো নিয়মকে প্রকৃত নিয়ম বলে শিক্ষা দেয়।”8তোমরা ঈশ্বরের আদেশ বাদ দিয়ে মানুষের দেওয়া কতগুলি নিয়ম পালন করো।” 9তিনি তাদেরকে আরও বললেন, “ঈশ্বরের আদেশ বাদ দিয়ে নিজেদের নিয়ম পালন করবার জন্য বেশ ভালো উপায় আপনাদের জানা আছে।” 10কারণ মোশি বলেন, “তুমি নিজের বাবাকে ও নিজ মাকে সম্মান করবে,” আর “যে কেউ বাবার কিম্বা মায়ের নিন্দা করে, তার মৃত্যুদণ্ড অবশ্যই হবে।”11কিন্তু তোমরা বলে থাক, “মানুষ যদি বাবাকে কি মাকে বলে, ‘আমি যা দিয়ে তোমার উপকার করতে পারতাম, তা ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেছি,’ 12তবে বাবা ও মার জন্য তাকে আর কিছুই করতে হয় না। 13এইভাবে তোমরা নিজেদের পরম্পরাগত নিয়ম কানুনের জন্য ঈশ্বরের আদেশকে অগ্রাহ্য করছ। আর এই রকম আরও অনেক কাজ করে থাক।”14পরে তিনি লোকদেরকে আবার কাছে ডেকে বললেন, “তোমরা সকলে আমার কথা শোন ও বোঝ। 15বাইরে থেকে যা মানুষের ভিতরে যায় তা মানুষকে অপবিত্র করতে পারে না; 16কিন্তু যা মানুষের ভিতর থেকে বের হয়, সেই সব মানুষকে অশুচি করে।”17পরে তিনি যখন লোকদের কাছ থেকে ঘরের মধ্যে গেলেন, তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে গল্পটির মানে জিজ্ঞাসা করলেন। 18তিনি তাঁদেরকে বললেন, ” “তোমরাও কি এত অবুঝ? তোমরা কি বোঝ না যে, যা কিছু বাইরে থেকে মানুষের ভিতরে যায়, তা তাকে অশুচি করতে পারে না? 19কারণ এটা তার হৃদয়ের মধ্যে যায় না, কিন্তু পেটের মধ্যে যায় এবং সেটা বাইরে গিয়ে পড়ে।” একথা দিয়ে তিনি বোঝালেন সমস্ত খাদ্য দ্রব্যই শুচি।20তিনি আরও বললেন, “মানুষ থেকে যা বের হয়, সেগুলোই মানুষকে অপবিত্র করে। 21কারণ অন্তর থেকে, মানে মানুষের হৃদয় থেকে, কুচিন্তা বের হয়, অনৈতিক যৌনাচার, চুরি, নরহত্যা, 22ব্যভিচার, লোভ, দুষ্টতা, ছল, লাম্পট্য, কুদৃষ্টি, ঈশ্বরনিন্দা, অহংকার ও মূর্খতা; 23এই সব মন্দ বিষয় মানুষের ভেতর থেকে বের হয় এবং মানুষকে অপবিত্র করে।”24পরে তিনি উঠে সে জায়গা থেকে সোর ও সিদোন অঞ্চলে চলে গেলেন। আর তিনি এক বাড়িতে ঢুকলেন, তিনি চাইলেন যেন কেউ জানতে না পারে; কিন্তু তিনি লুকিয়ে থাকতে পারলেন না। 25কারণ তখন একজন মহিলা , যার একটি মেয়ে ছিল, আর তাকে মন্দ আত্মায় পেয়েছিল, যীশুর কথা শুনতে পেয়ে মহিলাটি এসে তাঁর পায়ে উবুড় হয়ে পড়ল। 26মহিলাটি গ্রীক, জাতিতে সুর ফৈনীকী। সে তাঁকে কাকুতি মিনতি করতে লাগল, যেন তিনি তার মেয়ের ভিতর থেকে ভূত তাড়িয়ে দেন।27তিনি তাকে বললেন, “প্রথমে সন্তানেরা পেট ভরে খাক, কারণ সন্তানদের খাবার নিয়ে কুকুরদের কাছে ফেলে দেওয়া উচিত নয়।” 28কিন্তু মহিলাটি উত্তর করে তাঁকে বলল, “হ্যাঁ প্রভু, আর কুকুরেরাও টেবিলের নীচে পড়ে থাকা সন্তানদের খাবারের গুঁড়াগাঁড়া খায়।”29তখন তিনি তাকে বললেন, “তুমি ঠিক কথাই বলেছ, তুমি এখন চলে যাও, তোমার মেয়ের মধ্য থেকে ভূত বের হয়ে গেছে।” 30পরে সে ঘরে গিয়ে দেখতে পেল, মেয়েটি বিছানায় শুয়ে আছে এবং তার ভেতর থেকে ভূত বের হয়ে গেছে।31পরে তিনি সোর শহর থেকে বের হলেন এবং সিদোন হয়ে দিকাপলি অঞ্চলের ভিতর দিয়ে গালীল সাগরের কাছে আসলেন। 32তখন লোকেরা একজন বধির ও তোতলা লোককে তাঁর কাছে এনে তার উপরে হাত রাখতে কাকুতি মিনতি করল।33তিনি তাকে ভিড়ের মধ্য থেকে এক নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে তার দুই কানে নিজের আঙ্গুল দিয়ে থুথু দিলেন ও তার জিভ র্স্পশ করলেন। 34আর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে তাকে বললেন, ”ইপফাথা, অর্থাৎ “খুলে যাক!” 35তাতে তার কর্ণ খুলে গেল, জিভের বাধন খুলে গেল, আর সে ভালোভাবে কথা বলতে লাগল।36পরে তিনি তাদেরকে আজ্ঞা দিলেন, “তোমরা এই কথা কাউকে বোলো না;” কিন্তু তিনি যত বারণ করলেন, তত তারা আরও বেশি প্রচার করল। 37আর তারা সবাই খুব অবাক হল, বলল, “ইনি সব কাজ নিখুঁত ভাবে করেছেন, ইনি বধীরকে শুনবার শক্তি এবং বোবাদের কথা বলবার শক্তি দান করেছেন।”

8

1সেই সময় এক দিন যখন আবার অনেক লোকের ভিড় হল এবং তাদের কাছে কোনো খাবার ছিল না, তখন তিনি নিজের শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, 2“এই লোকদের জন্য আমার করুণা হচ্ছে; কারণ এরা আজ তিন দিন আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে এবং এদের কাছে খাবার কিছুই নেই। 3আর আমি যদি এদেরকে না খাইয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দিই, তবে এরা পথে হয়তো অজ্ঞান হয়ে পড়বে; আবার এদের মধ্যে কিছু লোকজন অনেক দূর থেকে এসেছে।” 4তাঁর শিষ্যেরা উত্তর দিয়ে বললেন, “এই নির্জন জায়গায় এই সকল লোকদের যথেষ্ট খাবারের জন্য কোথা থেকে এত রুটি পাবো?”5তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাদের কাছে কয়টি রুটি আছে?” তারা বললেন “সাতটি”। 6পরে তিনি লোকদের মাটিতে বসতে আদেশ দিলেন এবং সেই সাতখানা রুটি নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে ভাঙ্গলেন এবং লোকদের দেবার জন্য শিষ্যদের বললেন; আর শিষ্যরা তা লোকদের দিলেন।7তাঁদের কাছে কয়েকটি ছোট ছোট মাছও ছিল, তিনি ধন্যবাদ দিয়ে সেগুলিও লোকদের দেবার জন্য শিষ্যদের বললেন। 8তাতে লোকেরা পেট ভরে খেল এবং সন্তুষ্ট হলো; পরে শিষ্যরা পড়ে থাকা অবশিষ্ট গুঁড়াগাঁড়া জড়ো করে পুরোপুরি সাত ঝুড়ি ভর্তি করে তুলে নিলেন। 9সেখানে লোক ছিল কমবেশ চার হাজার; পরে তিনি তাদের বিদায় দিলেন। 10আর তখনই তিনি শিষ্যদের সঙ্গে নৌকায় উঠে দলমনুথা অঞ্চলে গেলেন।11তারপরে ফরীশীরা বাইরে এসে তাঁর সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতে লাগল, তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর কাছে আকাশ থেকে এক চিহ্ন দেখতে চাইল। 12তখন তিনি আত্মায় গভীর নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, “এই সময়ের লোকেরা কেন চিহ্নের খোঁজ করে? আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এই লোকদের কোন চিহ্ন দেখানো হবে না।” 13পরে তিনি তাদেরকে ছেড়ে আবার নৌকায় উঠে অন্য পারে চলে গেলেন।14আর শিষ্যরা রুটি নিতে ভুলে গিয়েছিলেন, নৌকায় তাঁদের কাছে কেবল একটি ছাড়া আর কোন রুটি ছিল না। 15পরে তিনি তাদেরকে আদেশ দিয়ে বললেন, “তোমরা ফরীশীদের ও হেরোদের তাড়ির বিষয়ে সতর্ক থেকো।”16তাতে তাঁরা একে অপরের সঙ্গে তর্ক করে বলতে লাগলেন, আমাদের কাছে রুটি নেই বলে উনি এই কথা বলছেন। 17তা বুঝতে পেরে যীশু তাঁদেরকে বললেন, ”তোমাদের রুটি নেই বলে কেন তর্ক করছ? তোমরা কি এখনও কিছু বুঝতে পারছ না? তোমাদের মন কি এখনও কঠিন হয়ে আছে?18তোমাদের চোখ থাকতেও কি দেখতে পাও না? কান থাকতেও কি শুনতে পাও না? আর তোমোদের মনেও কি পড়ে না? 19আমি যখন পাঁচ হাজার লোকের মধ্যে পাঁচটি রুটি ভেঙে দিয়েছিলাম, তখন তোমরা কত ঝুড়ি গুঁড়াগাঁড়া তুলে নিয়েছিলে? তারা বললেন, “বারো ঝুড়ি”।20“আর যখন চার হাজার লোকের মধ্যে সাত খানা রুটি ভেঙে দিয়েছিলাম, তখন কত ঝুড়ি গুঁড়াগাঁড়া তুলে নিয়েছিলে? তারা বললেন, “সাত ঝুড়ি” 21তিনি তাঁদের বললেন, “তোমরা কি এখনও বুঝতে পারছ না?”22তাঁরা বৈৎসৈদাতে আসলেন; আর লোকেরা একজন অন্ধকে তাঁর কাছে এনে তাঁকে কাকুতি মিনতি করল, যেন তিনি তাঁকে র্স্পশ করেন। 23তিনি সেই অন্ধ মানুষটির হাত ধরে তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গেলেন; পরে তার চোখে থুথু দিয়ে ও তার উপরে হাত রেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কিছু দেখতে পাচ্ছ?”24সে চোখ তুলে চাইল ও বলল, “মানুষ দেখছি, গাছের মতন হেঁটে বেড়াচ্ছে।” 25তখন তিনি তার চোখের উপর আবার হাত দিলেন, তাতে সে দেখবার শক্তি ফিরে পেল ও সুস্থ হল, পরিষ্কার ভাবে সব দেখতে লাগলো। 26পরে তিনি তাকে তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, “এই গ্রামে আর ঢুকবে না।”27পরে যীশু ও তাঁর শিষ্যরা কৈসরিয়ার ফিলিপী শহরের আশে পাশের গ্রামে গেলেন। আর পথে তিনি নিজের শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কে, এ বিষয়ে লোকে কি বলে"? 28তারা তাঁকে বললেন, “অনেকে বলে, আপনি বাপ্তিষ্মদাতা যোহন; আবার কেউ বলে, আপনি এলিয়; আবার কেউ বলে, আপনি ভাববাদীদের মধ্যে একজন।”29তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কিন্তু তোমরা কি বল? আমি কে?” পিতর উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, “আপনি সেই খ্রীষ্ট।” 30তখন তিনি তাঁর কথা কাউকে বলতে তাঁদের কঠিনভাবে বারণ করে দিলেন।31পরে তিনি শিষ্যদের এই বলে শিক্ষা দিতে শুরু করলেন যে, মনুষ্যপুত্রকে অনেক দুঃখ সহ্য করতে হবে। প্রাচীনরা, প্রধান যাজকেরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকেরা তাঁকে অগ্রাহ্য করবে, তাঁকে মেরে ফেলা হবে, আর তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে আবার জীবিত হয়ে উঠবে। 32এই কথা তিনি পরিষ্কার ভাবে বললেন। তাতে পিতর তাঁকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করতে লালগনে।33কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়ে নিজের শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে পিতরকে ধমক দিলেন এবং বললেন, “আমার সামনে থেকে দূর হও শয়তান! কারণ যা ঈশ্বরের, তা নয় কিন্তু যা মানুষের তাই তুমি তোমার মনে ভাবছ।” 34পরে তিনি নিজ শিষ্যদের সঙ্গে লোকদেরকেও ডেকে বললেন, "কেউ যদি আমাকে অনুসরণ করতে চায়, তবে সে নিজেকে অস্বীকার করুক, নিজের ক্রুশ তুলে নিক এবং আমাকে অনুসরণ করুক।35কারণ যে কেউ নিজের প্রাণ রক্ষা করতে চায়, সে তা হারাবে; কিন্তু যে কেউ আমার এবং সুসমাচারের জন্য নিজ প্রাণ হারায়, সে তা রক্ষা করবে। 36মানুষ যদি সমস্ত জগত লাভ করে নিজ প্রাণ হারায়, তবে তার কি লাভ হবে? 37কিংবা মানুষ নিজের প্রাণের বদলে আর কি দিতে পারে?38কারণ যে কেউ এই কালের ব্যভিচারী ও পাপী লোকদের মধ্যে আমাকে ও আমার বাক্যকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করে, মনুষ্যপুত্র তাকে লজ্জার বিষয় জ্ঞান করবেন, যখন তিনি পবিত্র দূতদের সঙ্গে নিজের প্রতাপে মহিমায় আসবেন।

9

1আর তিনি তাদের বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে এমন কয়েক জন আছে, যারা কোন মতে মৃত্যু দেখবে না, যে পর্যন্ত ঈশ্বরের রাজ্য পরাক্রমের সঙ্গে আসতে না দেখে।” 2ছয় দিন পরে যীশু কেবল পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে করে চোখের আড়ালে এক উঁচু পাহাড়ের নির্জন জায়গায় নিয়ে গেলেন। পরে তিনি তাঁদের সামনে চেহারা পাল্টালেন। 3আর তাঁর জামাকাপড় চকচকে এবং অনেক বেশি সাদা হলো, যা পৃথিবীর কোন ধোপা সেই রকম সাদা করতে পারে না।4আর এলিয় ও মোশি তাদেরকে দেখা দিলেন; তাঁরা যীশুর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। 5তখন পিতর যীশুকে বললেন, “গুরু, এখানে আমাদের থাকা ভাল; আমরা তিনটি কুটির তৈরী করি, একটা আপনার জন্য, একটা মোশির জন্য এবং একটা এলিয়ের জন্য।” 6কারণ কি বলতে হবে, তা তিনি বুঝলেন না, যেহেতু তারা খুব ভয় পেয়েছিল।7একটা মেঘ এসে তাদের উপর ছায়া করলো; আর সেই মেঘ থেকে এই বাণী হল, ‘ইনি আমার প্রিয় সন্তান, তাঁর কথা শোন।’ 8পরে হঠাৎ তাঁরা চারিদিক দেখলেন কিন্তু আর কাউকে দেখতে পেলেন না, কেবল একা যীশু তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন।9পাহাড় থেকে নেমে আসার সময় তিনি তাদের কঠিন আদেশ দিয়ে বললেন, “তোমরা যা যা দেখলে, তা কাউকে বলো না, যে পর্যন্ত মনুষ্যপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত না হন।” 10“মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হওয়ার” মানেটা কি এই বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলো।11পরে শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তবে ব্যবস্থা শিক্ষকেরা কেন বলেন যে , “প্রথমে এলিয়কে আসতে হবে?” 12যীশু এর উত্তরে বললেন, "হ্যাঁ সত্যি, এলিয় আসবেন এবং সব কিছু আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন। আর মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে কেন লেখা আছে যে, তাঁকে অনেক কষ্ট পেতে হবে ও লোকে তাঁকে ঘৃণা করবে? 13কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, এলিয়ের বিষয়ে যেরকম লেখা আছে, সেইভাবে তিনি এসে গেছেন এবং লোকেরা তাঁর উপর যা ইচ্ছা, তাই করেছে।”14পরে তাঁরা শিষ্যদের কাছে এসে দেখলেন, তাঁদের চারিদিকে অনেক লোকের ভিড় জমেছে। আর ধর্মশিক্ষকেরা তাঁদের সঙ্গে তর্ক করছে। 15যীশুকে দেখে সব লোক অনেক চমৎকৃত হলো ও তাঁর কাছে দৌড়ে গিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানালো। 16তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কি বিষয়ে তোমরা তাদের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করছো?”17লোকদের ভিড়ের মধ্যে একজন উত্তর করলো, “হে গুরু, আমার ছেলেটিকে আপনার কাছে এনেছিলাম। তাকে বোবা আত্মায় ধরেছে, সে কথা বলতে পারছে না। 18সেই আত্মা যখানে তাকে ধরে, তখন আছাড় মারে, আর তার মুখে ফেনা ওঠে এবং সে দাঁত কিড়মিড় করে, আর শক্ত কাঠ হয়ে যায়। আমি আপনার শিষ্যদের তা ছাড়াতে বলেছিলাম, কিন্তু তারা পারল না।” 19যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, “হে অবিশ্বাসীর বংশ, আমি আর কত দিন তোমাদের সঙ্গে থাকবো? কত দিন তোমাদের ভার বহন করব? ছেলেটিকে আমার কাছে আন।”20শিষ্যরা ছেলেটিকে যীশুর কাছে আনলো। তাঁকে দেখে সেই ভূত ছেলেটিকে জোরে মুচড়িয়ে ধরল, আর সে মাটিতে পড়ে গেলো এবং তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরোতে লাগলো। 21তখন যীশু তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “ছেলেটি কত দিন ধরে এই অসুখে ভুগছে?” 22ছেলেটির বাবা বললেন, “ছোটবেলা থেকে। এই আত্মা তাকে মেরে ফেলার জন্য অনেকবার আগুনে ও অনেকবার জলে ফেলে দিয়েছে। করুণা করে আপনি যদি ছেলেটিকে সুস্থ করতে পারেন, তবে আমাদের উপকার হয়”।23যীশু তাকে বললেন, “যদি পারেন? তোমার যদি বিশ্বাস থাকে তবে সবই হতে পারে।” 24তখনই সেই ছেলেটির বাবা চিৎকার করে কেঁদে বলে উঠলেন, “আমি বিশ্বাস করি, আমার অবিশ্বাসের প্রতিকরি করুন।” 25পরে লোকেরা একসঙ্গে দৌড়ে আসছে দেখে যীশু সেই অশুচি আত্মাকে ধমক দিয়ে বললেন, “হে বোবা আত্মা ও বধীর আত্মা আমি তোমাকে আদেশ করছি, এই ছেলেটির শরীর থেকে বেরিয়ে যাও, আর কখনও এর শরীরের মধ্যে আসবে না।”26তখন সেই আত্মা চেঁচিয়ে তাকে খুব জোরে মুচড়িয়ে দিয়ে শরীর থেকে বেরিয়ে গেল; তাতে ছেলেটি মরার মতো হয়ে পড়ল, এমনকি অনেক লোক বলল, “সে মরে গেছে।” 27কিন্তু যীশু তার হাত ধরে তাকে তুললো ও সে উঠে দাঁড়ালো।28পরে যীশু ঘরে এলে তাঁর শিষ্যেরা গোপনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আমরা কেন সেই বোবা আত্মাকে ছাড়াতে পারলাম না?” 29তিনি বললেন, “প্রার্থনা ছাড়া আর কোনো কিছু দ্বারা মন্দ আত্মা তাড়ানো অসম্ভব।”30সেই জায়গা থেকে যীশু গালীলের মধ্য দিয়ে চলে গেলেন, আর তাঁর ইচ্ছা ছিল না যে, কেউ তা জানতে পারে। 31কারণ তিনি নিজের শিষ্যদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তিনি তাঁদের বললেন, “মনুষ্যপুত্র লোকদের হাতে সমর্পিত হবেন এবং তারা তাঁকে মেরে ফেলবে। আর তিনি মারা যাবার তিনদিন পর আবার জীবিত হয়ে উঠবেন।” 32কিন্তু তারা সে কথা বুঝতে পারল না এবং যীশুকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও শিষ্যরা ভয় পেল।33পরে যীশু এবং তাঁর শিষ্যরা কফরনাহূমে এলেন। আর ঘরের ভিতরে এসে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “পথে তোমরা কোন বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করছিলে?” 34শিষ্যরা চুপ করে থাকলো কারণ কে মহান? পথে নিজেদের ভিতরে এই বিষয়ে তর্ক করছিল। 35তখন যীশু বসে সেই বারো জনকে ডেকে বললেন, “কেউ যদি প্রথম হতে ইচ্ছা করো, তবে সে সকলের শেষে থাকবে ও সকলের সেবাকারী হতে হবে।”36পরে তিনি একটি শিশুকে নিয়ে তাদের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং তাকে কোলে করে তাদের বললেন, 37“যে আমার নামে এই রকম কোন শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে না, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁকেই গ্রহণ করে।”38যোহন তাঁকে বললেন, “হে গুরু, আমরা একজন লোককে আপনার নামে ভূত ছাড়াতে দেখেছিলাম, আর তাকে বারণ করেছিলাম, কারণ সে আমাদের অনুসরণ করে না।” 39কিন্তু যীশু বললেন, “তাকে বারণ করো না, কারণ এমন কেউ নেই যে, আমার নামে আশ্চর্য্য কাজ করে, আবার আমার বদনাম করতে পারে।”40কারণ যে আমাদের বিরুদ্ধে নয়, সে আমাদেরই পক্ষে। 41যে কেউ তোমাদেরকে খ্রীষ্টের লোক মনে করে এক কাপ জল পান করতে দেয়, আমি তোমাদেরকে সত্যি বলছি, সে কোনো ভাবে নিজের পুরষ্কার হারাবে না।4442আর যেসব শিশুরা আমাকে বিশ্বাস করে, যদি কেউ তাদের বিশ্বাসে বাধা দেয়, তার গলায় বড় যাঁতা বেঁধে তাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া তার পক্ষে ভাল। 43-44 তোমার হাত যদি তোমায় পাপের পথে নিয়ে যায়, তবে তা কেটে ফেল; কারণ দুই হাত নিয়ে নরকের আগুনে পোড়ার ছেয়ে বরং পঙ্গু হয়ে ভালোভাবে জীবন প্রবেশ করা অনেক ভালো।45আর তোমার পা যদি তোমায় পাপের পথে নিয়ে যায়, তবে তা কেটে ফেল; দুই পা নিয়ে নরকে যাওয়ার ছেয়ে খোঁড়া হয়ে ভালোভাবে জীবন প্রবেশ করা অনেক ভালো। 46আর তোমার চোখ যদি তোমায় পাপের পথে নিয়ে যায় তবে তা উপড়িয়ে ফেল।47দুই চোখ নিয়ে অগ্নিময় নরকে যাওয়ার ছেয়ে একচোখ নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা অনেক ভালো; 48আর নরকের পোকা যেমন মরে না, তেমনি আগুনও কখনো নেভে না।49প্রত্যেক ব্যক্তিকে লবণযুক্ত নরকের আগুন পোড়ানো যাবে। 50লবণ সব জিনিসকে স্বাদযুক্ত করে কিন্তু, লবণ যদি তার নোনতা স্বাদ হারায়, তবে সেই লবণকে কিভাবে স্বাদযুক্ত করা যাবে? তোমরা লবণের মতো হও নিজেদের মনে ভালবাসা রাখো এবং নিজেরা শান্তিতে থাক।”

10

1যীশু সেই জায়গা ছেড়ে যিহূদিয়াতে ও যর্দন নদীর অন্য পারে এলেন; এবং তাঁর কাছে আবার লোক আসতে লাগলো এবং তিনি নিজের নিয়ম অনুসারে আবার তাদেরকে শিক্ষা দিতে লাগলেন। 2তখন ফরীশীরা পরীক্ষা করার জন্য যীশুকে জিজ্ঞাসা করলো, “একজন স্বামীর কি স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়া উচিত?” 3তিনি তাদের উত্তর দিলেন, “মোশি তোমাদেরকে কি আদেশ দিয়েছেন?” 4তারা বলল, “ত্যাগপত্র লিখে নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দেবার অনুমতি মোশি দিয়েছেন।”5যীশু তাদেরকে বললেন, “তোমাদের মন কঠিন বলেই মোশি এই আদেশ লিখেছেন। 6কিন্তু সৃষ্টির প্রথম থেকে ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী করে তাদের বানিয়েছেন’7‘এইজন্য মানুষ তার বাবা ও মাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীতে আসক্ত হবে। 8আর তারা দুইজন এক দেহ হবে, সুতরাং তারা আর দুই নয়, কিন্তু এক দেহ। 9অতএব ঈশ্বর যাদেরকে এক করেছেন মানুষ যেন তাদের আলাদা না করে।”10শিষ্যেরা ঘরে এসে আবার সেই বিষয়ে যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন। 11তিনি তাদেরকে বললেন, “যে কেউ নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে অন্য স্ত্রীকে বিয়ে করে, সে তার সঙ্গে ব্যভিচার করে; 12আর স্ত্রী যদি নিজের স্বামীকে ছেড়ে অন্য আর একজন পুরুষকে বিয়ে করে, তবে সেও ব্যভিচার করে।”13পরে লোকেরা কতগুলো শিশুকে যীশুর কাছে আনলো, যেন তিনি তাদেরকে স্পর্শ করতে পারেন কিন্তু শিষ্যরা তাদের ধমক দিলেন। 14তখন যীশু তা দেখে রেগে গেলেন, আর শিষ্যদের বললেন, “শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, বারণ করো না; কারণ ঈশ্বরের রাজ্য এই রকম লোকদেরই।15আমি তোমাদের সত্য বলছি, যে কেউ শিশুর মতো হয়ে ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, তবে সে কখনই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।” 16পরে যীশু শিশুদের কোলে তুলে নিলেন ও তাদের মাথার উপরে হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।17পরে যখন তিনি আবার বের হয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, একজন লোক দৌড়ে এসে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে সৎগুরু, অনন্ত জীবন পেতে হলে আমাকে কি কি করতে হবে?” 18যীশু তাকে বললেন, “আমাকে সৎ কেন বলছো? ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ সৎ নয়।” 19তুমি আদেশগুলি জান, “মানুষ খুন করো না, ব্যভিচার করো না, চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, ঠকিও না, তোমার বাবা মাকে সম্মান করো”।20সেই লোকটি তাঁকে বলল, “হে গুরু, ছোট্ট বয়স থেকে এই সব নিয়ম আমি মেনে আসছি।” 21যীশু তার দিকে ভালবেসে তাকালেন এবং বললেন, “একটি বিষয়ে তোমার অভাব আছে, যাও, তোমার যা কিছু আছে, বিক্রি করে গরিবদের দান কর, তাতে স্বর্গে তুমি ধন পাবে; আর এস, আমাকে অনুসরণ কর।” 22এই কথায় সেই লোকটি হতাশ হয়ে চলে গেল, কারণ তার অনেক সম্পত্তি ছিল।23তারপর যীশু চারিদিকে তাকিয়ে নিজের শিষ্যদের বললেন, “যারা ধনী তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে ঢোকা অনেক কঠিন!” 24তাঁর কথা শুনে শিষ্যরা অবাক হয়ে গেলো; কিন্তু যীশু আবার তাদের বললেন, “সন্তানেরা যারা ধন সম্পত্তিতে নির্ভর করে, তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে ঢোকা অনেক কঠিন! 25ঈশ্বরের রাজ্যে ধনী মানুষের ঢোকার থেকে সুচের ছিদ্র দিয়ে উটের যাওয়া সোজা।”26তখন তারা খুব অবাক হয়ে বললেন, “তবে কে রক্ষা পেতে পারে?" 27যীশু তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন “এটা মানুষের কাছে অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে অসম্ভব নয়, কারণ ঈশ্বরের কাছে সবই সম্ভব।” 28তখন পিতর তাঁকে বললেন, “দেখুন, আমরা সব কিছু ছেড়ে আপনার অনুসরণকারী হয়েছি।”29যীশু বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি, এমন কেউ নেই, যে আমার জন্য ও আমার সুসমাচার প্রচারের জন্য এই পৃথিবীতে থাকাকালীন তার ঘরবাড়ি, ভাই বোনদের, মা বাবাকে, ছেলে-মেয়েকে, জমিজায়গা ছেড়েছে কিন্তু সে তার শতগুণ ফিরে পাবে না; 30সে তার ঘরবাড়ি, ভাই, বোন, মা, ছেলেমেয়ে ও জমিজমা, সবই ফিরে পাবে এবং আগামী দিনে অনন্ত জীবনও পাবে। 31কিন্তু অনেকে এমন লোক যারা প্রথম, তারা শেষে পড়বে এবং যারা শেষের, তারা প্রথম হবে।”32এক সময়ে তারা, যিরূশালেমের পথে যাচ্ছিলেন এবং যীশু তাদের আগে আগে যাচ্ছিলেন। তখন শিষ্যরা অবাক হয়ে গেল; আর যারা পিছনে আসছিল, তারা ভয় পেলো। পরে তিনি আবার সেই বারো জনকে নিয়ে নিজের ওপর যা যা ঘটনা ঘটবে, তা তাদের বলতে লাগলেন। 33তিনি বললেন, “দেখ, আমরা যিরূশালেমে যাচ্ছি, আর মনুষ্যপুত্র প্রধান যাজকদের ও ব্যবস্থা শিক্ষকদের হাতে সমর্পিত হবেন, তারা তাঁকে মৃত্যুদন্ডের জন্য দোষী করবে এবং অযিহুদীদের হাতে তাঁকে তুলে দেবে। 34আর তারা তাঁকে ঠাট্টা করবে, তাঁর মুখে থুথু দেবে, তাঁকে চাবুক মারবে ও মেরে ফেলবে; আর তিনদিন পরে তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন।35পরে সিবদিয়ের দুই ছেলে যাকোব ও যোহন, তাঁর কাছে এসে বললেন, “হে গুরু আমাদের ইচ্ছা এই, আমরা আপনার কাছে যা চাইবো, আপনি তা আমাদের জন্য করবেন।” 36তিনি বললেন, “তোমাদের ইচ্ছা কি? তোমাদের জন্য আমি কি করব?” 37তারা উত্তরে বলল, “আমাদেরকে এই আশীর্বাদ করুন, আপনি যখন রাজা ও মহিমান্বিত হবেন তখন যেন একজন আপনার ডান দিকে, আর একজন আপনার বাম দিকে বসতে পারি।”38যীশু তাদের বললেন, “তোমরা কি চাইছ তোমরা তা জানো না। আমি যে পেয়ালায় পান করি, তাতে কি তোমরা পান করতে পার এবং আমি যে বাপ্তিষ্মের বাপ্তিষ্ম নিই, তাতে কি তোমরা সেই বাপ্তিষ্ম নিতে পার?” 39তারা বলল “পারি।” যীশু তাদেরকে বললেন, “আমি যে পেয়ালায় পান করি, তাতে তোমরা পান করবে এবং আমি যে বাপ্তিষ্মের বাপ্তিষ্ম নিই, তাতে তোমরাও বাপ্তিষ্ম নেবে; 40কিন্তু যাদের জন্য জায়গা তৈরী করা হয়েছে, তাদের ছাড়া আর কাউকেও আমার ডান পাশে কি বাম পাশে বসতে দেওয়ার আমার অধিকার নেই।41এই কথা শুনে অন্য দশ জন যাকোব ও যোহনের উপর রেগে যেতে লাগলো। 42কিন্তু যীশু তাদেরকে কাছে ডেকে বললেন, “তোমরা জান, অযিহুদীদের ভিতরে যারা শাসনকর্তা বলে পরিচিত, তারা তাদের মনিব হয় এবং তাদের ভেতরে যারা মহান, তারা তাদের উপরে কর্তৃত্ব করে।43তোমাদের মধ্যে সেরকম নয়; কিন্তু তোমাদের মধ্য যে কেউ মহান হতে চায়, সে তোমাদের সেবক হবে। 44এবং তোমাদের মধ্য যে কেউ প্রধান হতে চায়, সে সকলের দাস হবে। 45কারণ মনুষ্যপুত্র জগতে সেবা পেতে আসেনি, কিন্তু অপরের সেবা করতে এসেছে এবং মানুষের জন্য নিজের জীবন মুক্তির মূল্য হিসাবে দিতে এসেছেন।”46পরে তাঁরা যিরীহোতে এলেন। আর যীশু যখন নিজের শিষ্যদের ও অনেক লোকের সঙ্গে যিরীহো থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তীময়ের ছেলে বরতীময় নামে একজন অন্ধ ভিখারী পথের পাশে বসেছিল। 47সে যখন নাসরতীয় যীশুর কথা শুনতে পেলো, তখন চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, “হে যীশু, দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।” 48তখন অনেক লোক “চুপ করো” “চুপ করো” বলে তাকে ধমক দিল; কিন্তু সে আরও জোরে চেঁচাতে লাগলো, “হে দায়ূদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।”49তখন যীশু থেমে বললেন, “ওকে ডাক;” তাতে লোকেরা সেই অন্ধকে ডেকে বলল, “সাহস কর, ওঠ, যীশু তোমাকে ডাকছেন।” 50তখন সে নিজের কাপড় ফেলে লাফ দিয়ে উঠে যীশুর কাছে গেল।51যীশু তাকে বললেন, “তুমি কি চাও? আমি তোমার জন্য কি করব?” অন্ধ তাঁকে বলল, “হে গুরু, আমি দেখতে চাই।” 52যীশু তাকে বললেন, “চলে যাও, তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করল।” তাতে সে তক্ষুনি দেখতে পেল এবং পথ দিয়ে তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলো।

11

1পরে যখন তাঁরা যিরূশালেমের কাছে জৈতুন পাহাড়ে বৈৎফগী গ্রামে ও বৈথনিয়া গ্রামে এলেন, তখন তিনি নিজের শিষ্যদের মধ্য দুই জনকে পাঠিয়ে দিলেন। 2তাদের বললেন, "তোমরা সামনের ঐ গ্রামে যাও; গ্রামে ঢোকা মাত্রই সামনে দেখবে একটি গাধার বাচ্চা বাঁধা আছে, যার ওপরে কোন মানুষ কখনও বসেনি; সেটাকে খুলে আমার কাছে আন। 3আর যদি কেউ তোমাদেরকে বলে, এ কাজ কেন করছ? তবে বল, এটাকে আমাদের প্রভুর দরকার আছে; সে তখনই গাধাটাকে এখানে পাঠিয়ে দেবে।"4তখন তারা গিয়ে দেখতে পেলো, একটি গাধার বাচ্চা দরজার কাছাকাছি বাইরে বাঁধা রয়েছে, আর তারা তাকে খুলতে লাগলো। 5এবং সেখানে যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের ভিতরে কেউ কেউ বলল, “গাধার বাচ্চাটাকে খুলে কি করছ?” 6যীশু শিষ্যদের যেমন আদেশ দিয়েছিলেন, তারা লোকদেরকে সেই রকম বললেন, আর তারা তাদেরকে সেটা নিয়ে যেতে দিল।7তারপর শিষ্যরা গাধার বাচ্চাটিকে যীশুর কাছে এনে তার ওপরে নিজেদের কাপড় পেতে দিলেন; আর যীশু তার ওপরে বসলেন। 8তারপর লোকেরা নিজের নিজের কাপড় রাস্তায় পেতে দিল ও অন্য লোকেরা বাগান থেকে ডালপালা কেটে এনে পথে ছড়িয়ে দিল। 9আর যে সমস্ত লোক তাঁর আগে ও পেছনে যাচ্ছিল, তারা খুব জোরে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, “হোশান্না! ধন্য, যিনি প্রভুর নামে আসছেন! 10ধন্য যে স্বর্গরাজ্য আসছে আমাদের পিতা দায়ূদের রাজ্য! উর্দ্ধলোকে হোশান্না!”11পরে তিনি যিরূশালেমে এসে মন্দিরে গেলেন, চারপাশের সব কিছু দেখলেন। বেলা শেষ হয়ে এলে সেই বারো জনের সঙ্গে যীশু বের হয়ে বৈথনিয়াতে চলে গেলেন। 12পরের দিন তাঁরা বৈথনিয়া থেকে বেরিয়ে আসার সময় যীশুর খিদে পেলো।13কিছু দূর থেকে পাতায় ভরা একটা ডুমুরগাছ তিনি দেখতে পেলেন, যখন তিনি গাছটা দেখতে এগিয়ে গেলেন তখন দেখলেন শুধু পাতা ছাড়া আর কোনো ফল নেই; কারণ তখন ডুমুর ফলের সময় ছিল না। 14তিনি গাছটির দিকে তাকিয়ে বললেন, “এখন থেকে আর কেউ কখনও তোমার ফল খাবে না।” একথা তাঁর শিষ্যরা শুনতে পেলো।15পরে তাঁরা যিরূশালেমে এলেন, যীশু ঈশ্বরের উপাসনা গৃহে প্রবেশ করলেন এবং যত লোক মন্দিরে কেনা বেচা করছিল, সবাইকে বের করে দিতে লাগলেন এবং যারা টাকা বদল করার জন্য টেবিল সাজিয়ে বসেছিল ও যারা পায়রা বিক্রি করছিল, তাদের সব কিছু উল্টে ফেলে দিলেন, 16আর মন্দিরের ভেতর দিয়ে কাউকে কোন জিনিস নিয়ে যেতে দিলেন না।17আর তিনি শিষ্যদের শিক্ষা দিলেন এবং বললেন, “এটা কি লেখা নেই, “আমার ঘরকে সব জাতির প্রার্থনা ঘর বলা যাবে”? কিন্তু তোমরা এটাকে "ডাকাতদের আড্ডাখানায় পরিণত করেছো"। 18একথা শুনে প্রধান যাজক ও ব্যবস্থা শিক্ষকরা তাঁকে কিভাবে মেরে ফেলবে, তারই চেষ্টা করতে লাগলো; তারা তাঁকে ভয় করত, কারণ তাঁর শিক্ষায় সব লোক অবাক হয়েছিল। 19সন্ধ্যেবেলায় তাঁরা শহরের বাইরে গেলেন।20সকালবেলায় তাঁরা যেতে যেতে দেখলেন, সেই ডুমুরগাছটী শেকড় সহ শুকিয়ে গেছে। 21তখন পিতর আগের কথা মনে করে তাঁকে বললেন, “গুরু, দেখুন, আপনি যে ডুমুরগাছটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, সেটি শুকিয়ে গেছে।”22যীশু তাদেরকে বললেন, “ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ। 23আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে কেউ এই পর্বতকে বলে ‘সরে গিয়ে সমুদ্রে পড়,’ এবং মনে মনে সন্দেহ না করে, কিন্তু বিশ্বাস করে যে, যা তিনি বললেন তা ঘটবে, তবে তার জন্য ঈশ্বর তাই করবেন।24এই জন্য আমি তোমাদের বলি, যা কিছু তোমরা প্রার্থনা করো ও চাও, বিশ্বাস কর যে, তা পেয়েছ, তাতে তোমাদের জন্য তাই হবে। 25-26আর তোমরা যখনই প্রার্থনা করতে দাঁড়াও, যদি কারোর বিরুদ্ধে তোমাদের কোন কথা থাকে, তাকে ক্ষমা কোর; যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের সব পাপ ক্ষমা করেন।27পরে তাঁরা আবার যিরূশালেমে এলেন; আর যীশু মন্দিরের ভেতরে বেড়াচ্ছেন, সে সময়ে প্রধান যাজকেরা, ব্যবস্থার শিক্ষকেরা ও লোকদের প্রাচীনেরা তাঁর কাছে এসে বলল, 28"তুমি কোন ক্ষমতায় এই সব করছ? আর কেই বা তোমাকে এই সব করার ক্ষমতা দিয়েছে?"29যীশু উত্তরে তাদের বললেন, “আমিও তোমাদের একটি কথা জিজ্ঞাসা করব, যদি তোমরা আমাকে উত্তর দাও, তাহলে আমি তোমাদের বলবো, কোন ক্ষমতায় আমি এসব করছি। 30যোহনের বাপ্তিষ্ম কি স্বর্গরাজ্য থেকে হয়েছিল, না মানুষের থেকে? আমাকে সে কথার উত্তর দাও।”31তখন তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে বলল, "যদি বলি স্বর্গ থেকে, তাহলে এ আমাদেরকে বলবে, তবে তোমরা তাঁকে বিশ্বাস কর নি কেন? 32আবার যদি বলি, মানুষের কাছ থেকে তবে? তাঁরা লোকদের ভয় করতেন, কারণ সবাই যোহনকে সত্যি একজন ভাববাদী বলে মনে করত। 33তখন তারা যীশুকে বললেন, “আমরা জানি না।” তখন যীশু তাদের বললেন, “তবে আমিও কি ক্ষমতায় এসব করছি, তোমাদের বলব না।”

12

1পরে যীশু নীতি গল্প দিয়ে তাদের কাছে কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, “একজন লোক আঙুর ক্ষেত করে তার চারদিকে বেড়া দিলেন, আঙুর রস বের করার জন্য গর্ত খুঁড়লেন এবং দেখাশোনা করার জন্য একটি উঁচু ঘর তৈরী করলেন; পরে কৃষকদের হাতে তা জমা দিয়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। 2পরে চাষীদের কাছে আঙুর ক্ষেতের ফলের ভাগ নেবার জন্য, ফল পাকার সঠিক সময়ে এক দাসকে তাদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 3চাষীরা সেই দাসকে মারধর করে খালি হাতে পাঠিয়ে দিল।4আবার মালিক তাদের কাছে আর এক দাসকে পাঠালেন; তারা তার মাথা ফাটিয়ে দিল ও অপমান করলো। 5পরে তিনি তৃতীয় জনকে পাঠালেন; তারা সেই ব্যক্তিকে ও মেরে ফেলল; এইভাবে মালিক অনেককে পাঠালেন, চাষীরা কাউকে মারধর করল, কাউকে বা মেরে ফেলল।6মালিকের কাছে তাঁর একমাত্র প্রিয় ছেলে ছাড়া এরপর পাঠানোর মতো আর কেউ ছিল না, শেষে তিনি তাঁর আদরের ছেলেকে চাষীদের কাছে পাঠালেন, আর মালিক ভাবলেন হয়তো তারা আমার ছেলেকে অন্তত সম্মান করবে। 7কিন্তু চাষীরা নিজেদের ভেতরে আলোচনা করে বলল, “বাবার পরে এই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী, এস আমরা একে মেরে ফেলি, যেন উত্তরাধিকার আমাদেরই হয়।”8পরে তারা ছেলেটিকে ধরে মেরে ফেলল এবং আঙ্গুর ক্ষেতের বাইরে ফেলে দিলো। 9এরপর সেই আঙ্গুর ক্ষেতের মালিক কি করবেন? তিনি এসে সেই চাষীদের মেরে ফেলবেন এবং আঙ্গুর ক্ষেত অন্য চাষীদের কাছে দেবেন।10তোমরা কি পবিত্র শাস্ত্রে এই কথাও পড়নি? “যে পাথরটাকে মিস্ত্রীরা অগ্রাহ্য করেছিল, সেই পাথরটাই কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠল; 11প্রভু ঈশ্বরই এই কাজ করেছেন, আর এটা আমাদের চোখে সত্যিই খুব আশ্চর্য্য কাজ।” 12এই উপমাটি বলার জন্য যিহুদী নেতারা যীশুকে ধরতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা জনগণকে ভয় পেয়েছিল, কারণ তারা বুঝেছিল যে, যীশু তাদেরই বিষয়ে এই নীতি গল্পটা বলেছেন; পরে তারা তাঁকে ছেড়ে চলে গেলো।13তারপর তারা কয়েক জন ফরীশী ও হেরোদীয়কে যীশুর কাছে পাঠিয়ে দিল, যেন তারা যীশুকে কথার ফাঁদে ফেলে তাঁকে ধরতে পারে। 14তারা এসে তাঁকে বলল, “গুরু, আমরা জানি, আপনি সত্যবাদী এবং সঠিক ভাবে ঈশ্বরের পথের বিষয় শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং আপনি কাউকে ভয় পাননা, কারণ আপনি লোকেরা কে কি বলল সে কথায় বিচার করেন না। কিন্তু লোকদের আপনি ঈশ্বরের সত্য পথের বিষয় শিক্ষা দেন; আচ্ছা বলুন তো, “কৈসরকে কর দেওয়া উচিত কি না? আমরা কর দেবো কি না?” 15কিন্তু যীশু তাদের ভণ্ডামি বুঝতে পেরে বললেন, “আমার পরীক্ষা করছ কেন? আমাকে একটা টাকা এনে দাও আমি টাকাটা দেখি।”16তারা টাকাটা আনল; যীশু তাদেরকে বললেন, “এই মূর্ত্তি ও এই নাম কার?" তারা বলল, " কৈসরের।" 17তখন যীশু তাদের বললেন, "তবে কৈসরের যা কিছু, তা কৈসরকে দাও, আর ঈশ্বরের যা কিছু, তা ঈশ্বরকে দাও।" তখন এই কথা শুনে তারা আশ্চর্য্য হল।18তারপর সদ্দূকীরা, যারা বলত মানুষ কখনো মৃত্যু থেকে জীবিত হয় না, তারা যীশুর কাছে আসলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 19"গুরু, মোশি আমাদের জন্য লিখেছেন, কারো ভাই যদি স্ত্রীকে রেখে মারা যায়, আর তার যদি সন্তান না থাকে, তবে তার ভাই সেই স্ত্রীকে বিয়ে করে নিজের ভাইয়ের বংশ রক্ষা করবে।"20ভাল, কোনো একটি পরিবারে সাতটি ভাই ছিল; প্রথম জন বিয়ে করে, ছেলেমেয়ে না রেখে মারা গেল। 21পরে দ্বিতীয় ভাই সেই স্ত্রীটিকে বিয়ে করল, কিন্তু সেও ছেলেমেয়ে না রেখে মারা গেল; তৃতীয় ভাইও সেই রকম অবস্থায় রেখে মারা গেলো। 22এইভাবে সাত ভাই বিয়ে করে কোন ছেলেমেয়ে না রেখে মারা যায়; সবার শেষে সেই স্ত্রীও মরে গেলো। 23শেষ দিনে মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার সময় ঐ সাত জনের মধ্যে সে কার স্ত্রী হবে? তারা সাতজনই তো তাকে বিয়ে করেছিল।”24যীশু এর উত্তরে তাদের বললেন, “তোমরা কি ভুল বুঝছ না, কারণ তোমরা না জান শাস্ত্র, না জান ঈশ্বরের ক্ষমতা? 25যখন সেই মৃতদেহগুলি জীবিত হয়ে উঠবে, না তারা বিয়ে করবে, না তাদের বিয়ে দেওয়া হবে, তারা স্বর্গের দূতদের মতো থাকবে।26মৃত্যু থেকে জীবিত হবার বিষয়ে বলব, এই বিষয়ে মোশির বইয়ে সেই ঝোপের বিষয়ে পড়নি, ঈশ্বর তাঁকে কিভাবে বলেছিলেন, “আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইসহাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর? 27যীশু মৃতদের ঈশ্বর নন, কিন্তু জীবিতদের। তোমরা ভীষণ ভুল করছ।”28আর তাদের একজন ব্যবস্থা শিক্ষক কাছে এসে তাদের তর্ক বিতর্ক করতে শুনলেন এবং যীশু তাদের ঠিকঠিক উত্তর দিচ্ছেন শুনে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “সব আদেশের ভেতরে কোনটী প্রথম?” 29যীশু উত্তর করলেন, “প্রথমটি এই, “হে ইস্রায়েল, শোন; আমাদের ঈশ্বর প্রভু একমাত্র প্রভু; 30আর তুমি সেই ঈশ্বরকে তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর প্রভুকে ভালবাসবে।” 31দ্বিতীয়টি এই, “তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসবে” এই দুইটি আদেশের থেকে বড় আর কোন আদেশ নেই।”32ব্যবস্থার শিক্ষক তাঁকে বললেন, “ভালো গুরু, আপনি সত্যি বলছেন যে, ঈশ্বর এক এবং তিনি ছাড়া অন্য আর কেউ নেই। 33আর তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা সব হোম ও বলিদান থেকেও ভালো।” 34তখন সে বুদ্ধিমানের মতো উত্তর দিয়েছে শুনে যীশু তাকে বললেন, “তুমি ঈশ্বরের রাজ্যের খুব কাছাকাছি আছ।” এর পরে তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে আর কারোর কোনো সাহস হলো না।35আর মন্দির প্রাঙ্গনে শিক্ষা দেবার সময়ে যীশু বললেন, “ব্যবস্থার শিক্ষকরা কিভাবে বলে যে, খ্রীষ্ট দায়ূদের সন্তান? 36কারণ দায়ূদ নিজে পবিত্র আত্মার পরিচালনায় এই কথা বলেছেন, “প্রভু আমার প্রভুকে বলেছিলেন, যতক্ষণ না তোমার শত্রুদেরকে তোমার পায়ের নীচে নিয়ে আসি, ততক্ষণ তুমি আমার ডান পাশে বসে থাকবে।” 37যখন দায়ূদ নিজেই তাঁকে প্রভু বলেন, তবে তিনি কিভাবে তাঁর ছেলে হলেন?” আর সাধারণ লোকেরা আনন্দের সাথে তাঁর কথা শুনত।38আর যীশু নিজের শিক্ষার মধ্যে দিয়ে তাদেরকে বললেন, “ব্যবস্থা শিক্ষকদের থেকে সাবধানে থেকো, তারা লম্বা লম্বা কাপড় পরে বেড়াতে চায়, 39এবং হাটে বাজারে লোকদের শুভেচ্ছা জানায়, সমাজঘরে প্রধান প্রধান আসন এবং ভোজে প্রধান প্রধান জায়গা ভালবাসে । 40এই সব লোকেরা বিধবাদের সব বাড়ি দখল করে, আর ছলনা করে বড় বড় প্রার্থনা করে, এই সব লোকেরা বিচারে অনেক বেশি শাস্তি পাবে।”41আর তিনি মন্দিরের দান বাক্সের সামনে বসলেন, লোকেরা দান বাক্সের ভেতরে কিভাবে টাকা রাখছে তা দেখছিলেন। তখন অনেক ধনী লোক এতে অনেক টাকা রাখলো। 42এর পরে একজন গরিব বিধবা এসে মাত্র দুইটি পয়সা তাতে রাখলো, যার মূল্য সিকি পয়সা।43তখন তিনি নিজের শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি দানের বাক্সে যারা পয়সা রাখছে, তাদের সবার থেকে এই গরিব বিধবা বেশি রাখল; 44কারণ অন্য সবাই নিজের নিজের বাড়তি টাকা পয়সা থেকে কিছু কিছু রেখেছে, কিন্তু এই বিধবা গরিব মহিলা বেঁচে থাকার জন্য যা ছিল সব কিছু দিয়ে দিলো।”

13

1যীশু উপাসনা ঘর থেকে যখন বের হয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর একজন শিষ্য তাঁকে বলল, হে গুরু, দেখুন কি সুন্দর সুন্দর পাথর ও কি সুন্দর দালান! 2যীশু তাকে বললেন, “তুমি কি এই সব বড় বড় দালান দেখছ? এর একটা পাথর ও আর একটা পাথরের ওপরে থাকবে না, সবই ধ্বংস হবে।”3পরে যীশু যখন উপাসনা ঘরের সামনে জৈতুন পর্বতে বসেছিলেন তখন পিতর, যাকোব, যোহন ও আন্দ্রিয় তাঁকে গোপনে জিজ্ঞাসা করল, 4“আপনি আমাদের বলুন, কখন এই সব ঘটনা ঘটবে? আর কোন চিহ্ন দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে এই সব ঘটার সময় হয়ে এসেছে?”5যীশু এর উত্তরে তাদের বললেন, "সাবধান হও, কেউ যেন তোমাদের না ঠকায় । 6অনেকে আমার নাম ধরে আসবে, বলবে, আমিই সেই খ্রীষ্ট, আর অনেক লোককে ঠকাবে।7কিন্তু তোমরা যখন যুদ্ধের কথাও যুদ্ধের গুজব শুনবে, তখন ভয় পেয়ো না; এ সব অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু তখনও শেষ নয়। 8এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে, ও এক রাজ্য অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে উঠবে। জায়গায় জায়গায় ভূমিকম্প ও দূর্ভিক্ষ হবে; এই সবই যন্ত্রণার আরম্ভ মাত্র।9তোমরা লোকদের থেকে সাবধান থাকো। লোকে তোমাদের বিচার সভার লোকেদের হাতে ধরিয়ে দেবে এবং সমাজঘরে তোমাদের মারা হবে; আর আমার জন্য তোমাদের দেশের শাসনকর্তা ও রাজাদের সামনে সাক্ষ্য দেবার জন্য দাঁড়াতে হবে। 10কিন্তু তার আগে সব জাতির কাছে সুসমাচার প্রচার করতে হবে।11লোকে যখন তোমাদের ধরে বিচারের জন্য নিয়ে যাবে, তখন কি বলতে হবে তা নিয়ে ভেবো না সেই সময় যে কথা তোমাদের বলে দেওয়া হবে, তোমরা তাই বলবে; কারণ তোমরাই যে কথা বলবে তা নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মাই কথা বলবেন। 12তখন ভাই ভাইকে ও বাবা সন্তানকে মৃত্যুতে সমর্পণ করবে; এবং সন্তানেরা মা বাবার বিপক্ষে উঠে তাদের হত্যা করাবে। 13আর আমার নামের জন্য তোমাদের সবাই ঘৃণা করবে; কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে, সেই রক্ষা পাবে।14যখন তোমরা দেখবে, সব শেষ করার সেই ঘৃণার জিনিস যেখানে থাকবার নয়, সেখানে রয়েছে (যে পড়ে, সে বুঝুক), তখন যারা যিহূদিয়াতে থাকে তারা পাহাড়ি জায়গায় পালিয়ে যাক; 15যে কেউ ছাদের উপরে থাকে, সে ঘর থেকে জিনিসপত্র নেবার জন্য নীচে না নামুক; 16এবং যে জমিতে থাকে, সে নিজের পোশাক নেবার জন্য পিছনে ফিরে যেন না যায়।17সেই সময়ে যারা গর্ভবতী এবং যারা সন্তানকে বুকের দুধ পান করায় সেই মহিলাদের অবস্থা কি খারাপই না হবে! 18প্রার্থনা কর, যেন এসব শীতকালে না ঘটে। 19কারণ সেই সময় এমন কষ্ট হবে যা ঈশ্বরের জগত সৃষ্টির শুরু থেকে এই পর্যন্ত হয়নি, আর কখনও হবে না। 20আর প্রভু যদি সেই দিনগুলির সংখ্যা কমিয়ে না দিতেন, তবে কোন মাংসই রক্ষা পেত না; কিন্তু ঈশ্বর যাদেরকে মনোনীত করে নিয়েছেন তাদের জন্য দিনগুলি কমিয়ে দিয়েছেন।21আর সেই সময় যদি কেউ তোমাদেরকে বলে, দেখ, সেই খ্রীষ্ট এখানে! কিম্বা দেখ, ওখানে! তোমরা বিশ্বাস কোর না। 22কারণ ভণ্ড খ্রীষ্টেরা ও নকল ভাববাদীরা আসবে এবং অনেক আশ্চর্য্য কাজ করবে, যেন তারা ঈশ্বরের মনোনীত করা লোকদেরকেও ঠকাতে পারে। 23তোমরা কিন্তু সাবধান থেকো! আমি তোমাদেরকে আগে থেকেই সব কিছু বলে রাখলাম।24সেই সময়ের কষ্টের দিনগুলোর পরেই, সূর্য্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চাঁদ আলো দেবে না, 25তারাগুলো আকাশ থেকে খসে পড়ে যাবে এবং চাঁদ, সূর্য্য, তারা আর আকাশের সব শক্তি নড়ে যাবে।’ 26সেই সময় লোকেরা মনুষ্যপুত্রকে মহাশক্তি ও মহাপ্রতাপের সঙ্গে মেঘের ভেতর দিয়ে আসতে দেখবে। 27আর তিনি তাঁর দূতদের পাঠিয়ে পৃথিবীর এবং আকাশের এক সীমা থেকে অন্য সীমা পর্যন্ত চারিদিক থেকে ঈশ্বরের সব মনোনীত করা লোকদের জড়ো করবেন।28ডুমুরগাছের গল্প থেকে শিক্ষা নাও; যখন তার ডালপালা নরম হয়ে তাতে পাতা বের হয়, তখন তোমরা জানতে পার যে গরমকাল কাছে এসে গেছে। 29সেইভাবে যখন তোমরা দেখবে এই সব ঘটনা ঘটছে তখন বুঝতে হবে যে, যীশুর আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে, এমনকি, তিনি দরজায় হাজির।30আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যতক্ষণ না এই সব কিছু ঘটবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছু লোক বেঁচে থাকবে। 31আকাশ ও পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আমার বাক্য চিরকাল থাকবে। 32কিন্তু সেই দিন বা সেই সময়ের কথা কেউ জানে না; স্বর্গের দূতেরাও না, পুত্রও না, শুধু পিতাই জানেন।33সাবধান হও! জেগে থাক ও প্রার্থনা করো; কারণ সেই সময় কখন আসবে তা তোমরা জান না। 34এটা ঠিক যেন এইরকম, একজন লোক নিজের বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেড়াতে গিয়েছেন; আর তিনি নিজের দাসদের কাজকর্ম বুঝিয়ে দিলেন এবং দারোয়ানকে জেগে থাকতে আদেশ দিলেন।35অতএব তোমরাও এইভাবে জেগে থাকো, কারণ বাড়ির কর্তা সন্ধ্যায়, কি দুপুররাতে, কি মোরগ ডাকার সময়, কি সকাল বেলায় আসবেন তোমরা তা জান না; 36তিনি হঠাৎ এসে যেন না দেখেন তোমরা ঘুমিয়ে আছ। 37আর আমি তোমাদের যা বলি, সবাইকেই তা বলি: জেগে থাকো!”

14

1উদ্ধারপর্ব ও তাড়ীশূন্য রুটির পর্বের মাত্র দুই দিন বাকি; তখন প্রধান যাজকেরা ও ব্যবস্থার শিক্ষকেরা গোপনে যীশুকে ধরে মেরে ফেলার চেষ্টা করছিলেন। 2কারণ তারা বলল, “পর্বের সময়ে নয়, কারণ লোকদের ভেতরে গোলমাল হতে পারে।”3যীশু তখন বৈথনিয়ায় কুষ্ঠী শিমোনের বাড়িতে ছিলেন, তখন একটি মহিলা শ্বেত পাথরের পাত্রে খুব মূল্যবান এবং খাঁটি সুগন্ধি তেল নিয়ে তাঁর কাছে এলো এবং তিনি খেতে বসলে পাত্রটি ভেঙ্গে সে তাঁর মাথায় সেই তেল ঢেলে দিল। 4সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তাদের ভেতরে কয়েক জন বিরক্ত হয়ে একে অপরকে বলতে লাগলো “এইভাবে আতরটা নষ্ট করা হল কেন? 5এই আতরটা বিক্রি করলে তিনশো দিনারিরও বেশি পাওয়া যেত এবং তা গরিবদের দেওয়া যেত।” আর এই বলে তারা সেই মহিলাটিকে বকাবকি করতে লাগলো।6তখন যীশু বললেন 'থাম, এই মহিলাটিকে কেন দুঃখ দিচ্ছ? এ তো আমার জন্য ভালো কাজ করল। 7কারণ দরিদ্ররা তোমাদের কাছে সবসময়ই আছে; যখন ইচ্ছা তখনই তাদের উপকার করতে পার; কিন্তু আমাকে তোমরা সবসময় পাবে না। 8এ যা পেরেছে তাই করেছে, আমাকে কবরের জন্য প্রস্তুত করতে আগেই আমার দেহের উপর আতর মাখিয়ে দিয়েছে। 9আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সমস্ত জগতে যেখানে এই সুসমাচার প্রচারিত হবে, সেইখানে এই কাজের কথা ও তাকে মনে রাখার জন্য বলা হবে।"10এর পরে ইস্কারিয়োতীয় যিহূদা নামে, সেই বারো জন শিষ্যের ভেতরে একজন যীশুকে ধরিয়ে দেবার জন্য, প্রধান যাজকদের কাছে গেল। 11প্রধান যাজক যিহূদার কথা শুনে খুশী হলেন এবং তাকে টাকা দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন; তখন সে যীশুকে ধরিয়ে দেবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলো।12তাড়ীশূন্য রুটির পর্বের প্রথম দিনে, নিস্তারপর্ব্বের ভেড়ার বাচ্চা বলি দেওয়া হতো, সেই দিন তাঁর শিষ্যরা তাঁকে বললেন, " আপনার জন্য আমরা কোথায় নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করব? আপনার ইচ্ছা কি?" 13তখন যীশু তাঁর দুই জন শিষ্যকে এই বলে পাঠিয়ে দিলেন, “তোমরা নগরে যাও, সেখানে এমন একজন লোকের দেখা পাবে, যে একটা কলসিতে করে জল নিয়ে যাচ্ছে; তোমরা তার পেছনে পেছনে যেও; 14সে যে বাড়িতে ঢুকবে, সেই বাড়ির মালিককে বলো, গুরু বলেছেন, যেখানে আমি আমার শিষ্যদের সঙ্গে নিস্তারপর্ব্বের ভোজ খেতে পারি, আমার সেই অতিথিশালা কোথায়?15তাতে সে লোকটি তোমাদেরকে ওপরের একটি সাজানো বড় ঘর দেখিয়ে দেবে, সেই জায়গা আমাদের জন্য প্রস্তুত করো।” 16পরে শিষ্যরা শহরে ফিরে গেলেন, আর তিনি যেরকম বলেছিলেন, সেরকম দেখতে পেলেন; পরে তাঁরা নিস্তারপর্ব্বের ভোজ প্রস্তুত করলেন।17পরে সন্ধ্যা হলে যীশু সেই বারো জন শিষ্যকে নিয়ে সেখানে এলেন। 18তাঁরা বসে ভোজন করছেন, সেই সময়ে যীশু বললেন, “আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে এক জন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। সে আমার সঙ্গে ভোজন করছে।” 19তখন শিষ্যরা দুঃখ পেলো এবং একে একে যীশুকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, “আমি কি সেই লোক?”20যীশু তাদেরকে বললেন, “এই বারো জনের ভেতরে একজন, যে আমার সঙ্গে এখন পাত্রে রুটি ডুবাচ্ছে। 21কারণ মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যেমন লেখা আছে, তেমনি তিনি যাবেন, কিন্তু ধিক সেই ব্যক্তিকে, যার মাধ্যমে মনুষ্যপুত্রকে ধরিয়ে দেওয়া হবে! সেই মানুষের জন্ম না হলেই তার পক্ষে ভাল ছিল।”22যখন তাঁরা খাবার খাচ্ছেন, এমন সময়ে যীশু রুটী নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে ভাঙলেন এবং শিষ্যদের দিলেন। আর বললেন, "এটা নাও, এটা আমার শরীর।" 23পরে যীশু পানপাত্র নিয়ে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁদের দিলেন এবং তারা সকলেই তা থেকে পান করলো। 24যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, “এটা আমার রক্ত, নতুন নিয়মের রক্ত, যা অনেকের জন্য ঢেলে দেওয়া হলো। 25আমি তোমাদের সত্য বলছি, ‘যত দিন না আমি আমার পিতার রাজ্যে প্রবেশ করি ও তোমাদের সাথে নতুন আঙুরের রস পান না করি, সেই দিন পর্যন্ত আমি আঙুর ফলের রস আর কখনও পান করব না।”26এর পরে তাঁরা একটা গান গাইতে গাইতে জৈতুন পর্বতে চলে গেলেন। 27যীশু তাদেরকে বললেন, “তোমরা সকলে আমাকে ছেড়ে পালাবে; শাস্ত্রে এরকম লেখা আছে, ‘আমি মেষ পালককে আঘাত করব, তাতে মেষেরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে।’28কিন্তু আমি মৃত্যু থেকে জীবিত হবার পরে আমি তোমাদের আগে গালীলে যাব।” 29পিতর তাঁকে বললে “যদি সবাই আপনাকে ছেড়েও চলে যায়, আমি কখনও ফেলে যাব না।”30যীশু তাকে বললেন, আমি তোমাকে সত্যই বলছি, “আজ রাতে দুই বার মোরগ ডাকার আগে, তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।” 31পিতর খুব বেশি উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগলেন, “যদি আপনার সঙ্গে মরতেও হয়, কোন ভাবেই আপনাকে আমি অস্বীকার করব না।” অন্যান্য শিষ্যরাও সেই রকম বলল।32পরে তাঁরা গেৎশিমানী নামে এক জায়গায় এলেন; আর যীশু নিজের শিষ্যদের বললেন, “আমি যতক্ষণ না প্রার্থনা করে আসি, সেই পর্যন্ত তোমরা এখানে বসে থাক।” 33পরে তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন এবং খুব দুঃখীত হলেন ও কষ্ঠ পেতে লাগলেন। 34তিনি তাদেরকে বললেন, “আমার প্রাণ মরণ পর্যন্ত দুঃখার্ত হয়েছে, তোমরা এখানে থাক, আমার সঙ্গে জেগে থাক।"35তিনি আর একটু সাম্মনে গিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে এই প্রার্থনা করলেন, যদি সম্ভব হয় তবে যেন সেই সময় তাঁর কাছ থেকে চলে যায়। 36যীশু বললেন, “আব্বা, পিতা তোমার কাছে তো সবই সম্ভব; এই দুঃখের পেয়ালা তুমি আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও; তবুও আমার ইচ্ছামত না হোক, কিন্তু তোমার ইচ্ছামত হয়।”37যীশু ফিরে এসে দেখলেন, শিষ্যেরা ঘুমিয়ে পড়েছেন, আর তিনি পিতরকে বললেন, শিমোন তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ? এক ঘন্টাও কি তুমি জেগে থাকতে পারলে না? 38তোমরা জেগে থাক ও প্রার্থনা কর, যেন পরীক্ষায় না পড়; আত্মা ইচ্ছুক, কিন্তু শরীর দুর্বল।” 39আর তিনি আবার গিয়ে সেই একই কথা বলে প্রার্থনা করলেন।40পরে তিনি আবার এসে দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন কারণ তাঁদের চোখ ঘুমে ভারী হয়ে পড়েছিল, তারা যীশুকে কি উত্তর দেবে, তা তারা বুঝতে পারল না। 41পরে তিনি তৃতীয় বার এসে তাদেরকে বললেন, ”এখনও কি তোমরা ঘুমাচ্ছ এবং বিশ্রাম করছ? যথেষ্ট হয়েছে! সময় এসেছে, দেখ, মানুষ্যপুত্রকে পাপীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 42উঠ, আমরা যাই; এই দেখ, যে লোক আমাকে ধরিয়ে দেবে, সে কাছে এসে পড়েছে।”43আর তিনি যখন কথা বলছিলেন, সেই সময় যিহূদা, সেই বারো জনের একজন এবং তার সঙ্গে অনেক লোক তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে প্রধান যাজকদের, ব্যবস্থা শিক্ষকদের ও প্রাচীনদের কাছ থেকে আসল। 44যে যীশুকে ধরিয়ে দিচ্ছিল, সে পূবেই তাদের এই চিহ্নের কথা বলেছিল, “আমি যাকে চুম্বন করব, সেই ঐ লোক, তোমরা তাকে ধরে সাবধানে নিয়ে যাবে।” 45সে তখন যীশুর কাছে গিয়ে বলল, “গুরু,” এই বলে তাঁকে উৎসাহের সঙ্গে চুম্বন করলো। 46তখন তারা যীশুকে ধরে বেঁধে ফেলল।47কিন্তু যারা পাশে দাঁড়িয়েছিল, তাদের ভেতরে এক ব্যক্তি তলোয়ার বের করলেন এবং মহাযাজকের দাসকে আঘাত করে তার একটা কান কেটে ফেললেন। 48তখন যীশু তাদেরকে বললেন, “যেমন ডাকাতকে ধরা হয়, তেমনি কি তোমরা তলোয়ার ও লাঠি নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছো? 49আমি প্রতিদিন ঈশ্বরের মন্দিরে বসে উপদেশ দিয়েছি, তখন তো আমাকে ধরলে না। কিন্তু শাস্ত্রের কথা গুলি যেন সফল হয় এইজন্য এরকম ঘটল। 50তখন শিষ্যরা তাঁকে ছেড়ে পালিয়ে গেল।51আর, একজন যুবক কেবল একখানি চাদর পরে যীশুর পেছন পেছন যেতে লাগলো; 52তারা যুবকটিকে ধরলে, সে সেই চাদরটি ফেলে উলঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল।53পরে তারা যীশুকে মহাযাজকের কাছে নিয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে প্রধান যাজকরা, প্রাচীনরা ও ব্যবস্থা শিক্ষকেরা জড়ো হল। 54আর পিতর দূরে দূরে থেকে তাঁর পেছন পেছন ভিতরে, মহাযাজকের উঠোন পর্যন্ত গেলেন এবং পাহারাদারদের সঙ্গে বসে আগুন পোহাতে লাগলেন।55তখন প্রধান যাজকরা এবং সমস্ত যিহুদী মহাসভা যীশুকে বধ করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণ খুঁজতে লাগল, 56কিন্তু অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষী এসে জুটলেও তাদের সাক্ষ্য মিললো না।57পরে একজন দাঁড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যাসাক্ষ্য দিয়ে বলল, 58“আমরা ওনাকে এই কথা বলতে শুনেছি, আমি এই হাতে তৈরী উপাসনা মন্দির ভেঙে ফেলবো, আর তিন দিনের ভেতরে হাতে তৈরী নয় আর এক উপাসনার মন্দির তৈরী করব।” 59এতে ও তাদের সাক্ষ্য মিললো না।60তখন মহাযাজক মাঝখানে দাঁড়িয়ে যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি কিছুই উত্তর দেবে না? তোমার বিরুদ্ধে এরা কিসব বলছে?” 61কিন্তু তিনি চুপচাপ থাকলেন, কোন উত্তর দিলেন না। আবার মহাযাজক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি সেই খ্রীষ্ট, সেই মহিমার পুত্র? 62যীশু বললেন, “আমিই সেই; আর তোমরা মনুষ্যপুত্রকে সপরাক্রমে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডান পাশে বসে থাকতে এবং আকাশের মেঘরথে আসতে দেখবে।"63তখন মহাযাজক নিজের কাপড় ছিঁড়ে বললেন, “আর সাক্ষীতে আমাদের কি দরকার? 64তোমরা ত ঈশ্বরনিন্দা শুনলে, তোমাদের মতামত কি?” তারা সবাই তাঁকে দোষী করে বলল, “একে মেরে ফেলা উচিত।” 65তখন কেউ কেউ তাঁর গায়ে থুথু দিতে লাগলো এবং তাঁর মুখ ঢেকে তাঁকে ঘুষি মারতে লাগলো, আর বলতে লাগলো, ভাববানী বল!” পরে পাহারাদাররা মারতে মারতে তাঁকে নিয়ে গেলো।66পিতর যখন নীচে উঠোনে ছিলেন, তখন মহাযাজকের এক দাসী এল; 67সে পিতরকে আগুন পোহাতে দেখে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমিও ত সেই নাসরতীয় যীশুর, সঙ্গে ছিলে।” 68কিন্তু পিতর স্বীকার না করে বলল, “তুমি যা বলছ, আমি তা জানিও না, বুঝিও না।” পরে তিনি বেরিয়ে দরজার কাছে গেলেন, আর মোরগ ডেকে উঠল।69কিন্তু দাসী তাঁকে দেখে, যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, তাদেরকে বলতে লাগলো “এই লোক তাদেরই একজন!” 70তিনি আবার অস্বীকার করলেন। কিছুক্ষণ পরে যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, আবার তারা পিতরকে বলল, “ঠিকই বলছি তুমি তাদের একজন, কারণ তুমি গালীলিয় লোক।”71পিতর নিজেকে অভিশাপের সঙ্গে এই শপথ নিয়ে বলতে লাগলেন, “তোমরা যে লোকের কথা বলছো, তাকে আমি চিনি না।” 72তখনি দ্বিতীয়বার মোরগ ডেকে উঠল; তাতে যীশু এই যে কথা বলেছিলেন, ‘মোরগ দুই বার ডাকবার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে,’ সেই কথা পিতরের মনে পড়ল এবং তিনি সেই বিষয়ে মনে করে কাঁদতে লাগলেন।

15

1আর সকাল হলে প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনরা, ব্যবস্থা শিক্ষকরা এবং সব যিহুদী মহাসভা পরামর্শ করে যীশুকে বেঁধে পীলাতের কাছে ধরিয়ে সমর্পন করলেন। 2তখন পীলাত যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি যিহুদীদের রাজা?” যীশু তাঁকে বললেন, "তুমিই বললে।" 3পরে প্রধান যাজকেরা তাঁর উপরে নানারকম অভিযোগ করতে লাগলো।4পীলাত তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি কিছুই উত্তর দেবে না? দেখ, এরা তোমার বিরুদ্ধে কত অভিযোগ নিয়ে আসছে।” 5যীশু আর কোনো উত্তর দিলেন না; তাতে পিলাত অবাক হয়ে গেলেন।6নিস্তার পর্ব্বের সময়ে পিলাত লোকদের জন্য এমন এক জন বন্দিকে মুক্ত করতেন, যাকে লোকেরা চাইত। 7বিদ্রোহ, খুন, জখম করার অপরাধে যে সব বন্দী জেলে ছিল তাদের মধ্য বারাব্বা নামে একজন খারাপ লোক ছিল। 8তখন লোকেরা উপরে গিয়ে, পিলাত তাদের জন্য আগে যা করতেন, তারা তা চাইতে লাগলো।9পীলাত তাদের বললেন, “আমি তোমাদের জন্য যিহুদীদের রাজাকে ছেড়ে দেব, এই কি তোমাদের ইচ্ছা?” 10কারণ প্রধান যাজকেরা যে হিংসা করে যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছিলন সেই কথা পিলাত জানতে পারলেন। 11প্রধান যাজকেরা জনসাধারনকে খেপিয়ে, চিৎকার করে নিজেদের জন্য বারাব্বাকে ছেড়ে দিতে বলল।12পিলাত উত্তর করে আবার তাদেরকে বললেন, “তবে তোমরা যাকে যিহুদীদের রাজা বল, তাকে আমি কি করব?” 13তারা আবার চিৎকার করে বলল, “ওকে ক্রুশে দাও!”14পিলাত তাদেরকে বললেন, “কেন? একি অপরাধ করেছে?” কিন্তু তারা খুব জোরে চেঁচিয়ে বলল, “ওকে ক্রুশে দাও।” 15তখন পিলাত লোকদেরকে খুশি করবার জন্য বারাব্বাকে ছেড়ে দিলেন এবং যীশুকে চাবুক মেরে ক্রুশে দেবার জন্য জনসাধারণের হাতে তুলে দিলেন।16পরে সেনারা উঠোনের মাঝখানে, অর্থাৎ রাজবাড়ির ভেতরে, তাঁকে নিয়ে গিয়ে সব সেনাদলকে ডেকে একসঙ্গে করলো। 17পরে তাঁকে বেগুনী রঙের পোশাক পরাল এবং কাঁটার মুকুট গেঁথে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিল, 18তারা যীশুকে তাচ্ছিল্য করে বলতে লাগল, “যিহুদী রাজ, নমস্কার!”19একটা বেতের লাঠি দিয়ে তার মাথায় মারতে লাগল, তাঁর গায়ে থুথু দিল, ও হাঁটু গেড়ে তাঁকে প্রণাম করল। 20তাঁকে তাচ্ছিল্য করবার পর তারা ঐ বেগুনী পোশাকটি খুলে নিল এবং তাঁর নিজের পোশাক পরিয়ে দিল। পরে তারা ক্রুশে দেবার জন্য তাঁকে বাইরে নিয়ে গেল। 21আর শিমোন নামে একজন কুরীনীয় লোক গ্রাম থেকে সেই পথ দিয়ে আসছিল, (সে আলেক্সান্দর ও রূফের বাবা), তাকেই তারা যীশুর ক্রুশ বহন করার জন্য বাধ্য করল।22পরে সৈন্যরা তাঁকে গলগথা নামে এক জায়গায় নিয়ে গেল; এই নামের মানে (“মাথার খুলির স্থান”)। 23তারা তাঁকে গন্ধরস মেশানো আঙুর রস দিতে চাইল; কিন্তু তিনি তা পান করলেন না। 24পরে তারা তাঁকে ক্রুশে দিল এবং তাঁর জামাকাপড় সব ভাগ করে নিল; কে কোন অংশ নেবে, এটা ঠিক করবার জন্য লটারী করলো।25সকাল নয়টার সময় তারা তাঁকে ক্রুশে দিল। 26ক্রুশের উপর তাঁর দোষের কথা লেখা একটা ফলক ঝুলিয়ে দিলো আর তাতে লিখে দিলো, “যিহুদীদের রাজা”। 27আর তারা তাঁর সঙ্গে দুইজন দস্যুকেও ক্রুশে দিলেন, এক জন যীশুর ডান পাশে আর একজন বাঁপাশে। 28আর যে সব লোক সেই পথ দিয়ে যাতায়াত করছিল, তারা মাথা নাড়তে নাড়তে তাঁর নিন্দা করে বলল,29"এইযে! তুমি না মন্দির ভেঙে ফেল, আর তিন দিনের মধ্যে তা গাঁথ! 30তবে নিজেকে বাঁচাও, যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, ক্রুশ থেকে নেমে এস!"31আর একইভাবে প্রধান যাজকেরা, ব্যবস্থার শিক্ষকেরা ঠাট্টা করে বলল, “ঐ ব্যক্তি অন্য লোকদের রক্ষা করত, এখন আর নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। 32খ্রীষ্ট, ইস্রায়েলের রাজা, এখন তুমি ক্রুশ থেকে নেমে এস, যেন তা দেখে আমরা তোমায় বিশ্বাস করতে পারি। আর যারা যীশুর সঙ্গে ক্রুশে ঝুলছে, তারাও তাঁকে অপমান করল।33পরে দুপুর বারোটা থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত সারা দেশ অন্ধকার হয়ে রইল। 34আর বিকাল তিনটের সময় যীশু উঁচুস্বরে চীৎকার করে বললেন, "এলী এলী লামা শবক্তানী, অর্থাৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করেছ?" 35যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল, তাদের ভেতরে কেউ কেউ সেই কথা শুনে বলল, দেখ, ও এলিয়কে ডাকছে।36তখন একজন দৌড়ে একখানি স্পঞ্জ সিরকায় ডুবিয়ে নিয়ে এলো এবং একটা লাঠিতে লাগিয়ে তাঁকে পান করতে দিল, বলল “দেখি, এলিয় ওকে রক্ষা করতে আসেন কি না।” 37এর পরে যীশু খুব জোরে চিৎকার করে শেষ নিঃশ্বাস প্রাণ ত্যাগ করলেন। 38সেই সময় মন্দিরের পর্দা উপর থেকে নীচে পর্যন্ত ছিঁড়ে দুইভাগ হল।39আর যে শতপতি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি এইভাবে যীশুকে প্রাণ ত্যাগ করতে দেখে বললেন যে, “সত্যই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।” 40কয়েক জন মহিলাও দূর থেকে এই সব দেখছিলেন; তাঁদের মধ্যে মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোব ও যোষির মা মরিয়ম এবং শালোমী ছিলেন; 41যীশু যখন গালীলে ছিলেন, তখন তারা যীশুকে অনুসরণ ও তাঁর সেবা করতেন। আরও অনেক মহিলা সেখানে ছিলেন, যারা তাঁর সঙ্গে যিরূশালেমে এসেছিলেন।42সেই দিন আয়োজনের দিন অর্থাৎ বিশ্রামবারের আগের দিন সন্ধ্যাবেলা, 43অরিমাথিয়ার যোষেফ নামে একজন নামী সম্মানীয় লোক এলেন, তিনি নিজেও ঈশ্বরের রাজ্যের অপেক্ষা করতেন; তিনি সাহস করে পীলাতের কাছে গিয়ে যীশুর মৃতদেহ চাইলেন। 44যীশু যে এত তাড়াতাড়ি মারা গেছেন, এতে পীলাত অবাক হয়ে গেলেন এবং সেই শতপতিকে ডেকে, তিনি এর ভেতরেই মরেছেন কি না, জিজ্ঞাসা করলেন।45পরে শতপতির কাছ থেকে জেনে যোষেফকে যীশুর মৃতদেহ দেওয়া হলো। 46যোষেফ একখানি লিনেন চাদর কিনে তাঁকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে ঐ চাদরে জড়ালেন এবং পাথর দিয়ে তৈরী এক কবরে তাঁকে রাখলেন; পরে কবরের দরজায় একখানা পাথর দিয়ে আটকে দিলেন। 47যীশুকে যে জায়গায় কবর দেওয়া হল, তা মগ্দলীনী মরিয়ম ও যোশির মা মরিয়ম দেখেছিলেন।

16

1বিশ্রামবার শেষ হওয়ার পর মগ্দলীনী মরিয়ম, যাকোবের মা মরিয়ম ও শালোমী ভালো গন্ধযুক্ত জিনিস কিনলেন, যেন গিয়ে যীশুর দেহে মাখিয়ে দিতে পারেন। 2সপ্তাহের প্রথম দিন তাঁরা খুব ভোরে, সূর্য্য ওঠার পর, কবরের কাছে গেলেন।3তাঁরা নিজেদের মধ্য বলাবলি করছিলেন, কবরের দরজা থেকে কে আমাদের পাথরখানা সরিয়ে দেবে? 4এমন সময় তাঁরা কবরের কাছে এসে দেখলেন অত বড় পাথরখানা কেউ সরিয়ে দিয়েছে।5তারপরে তাঁরা কবরের ভেতরে গিয়ে দেখলেন, ডান পাশে সাদা কাপড় পরে একজন যুবক বসে আছেন; তাতে তাঁরা খুব অবাক হলেন। 6তিনি তাদেরকে বললেন, “অবাক হওয়ার কিছু নেই, তোমরা যে ক্রুশে হত নাসরতীয় যীশুর খোঁজ করছ। তিনি এখানে নেই; তিনি উঠেছেন! দেখ এই জায়গায় তাঁকে রাখা হয়েছিল। 7কিন্তু তোমরা যাও তাঁর শিষ্যদের আর পিতরকে বল, “তিনি তোমাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন; যে রকম তিনি তোমাদেরকে বলেছিলেন, সেই জায়গায় তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে।”8তারা কবর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেলেন কারণ তারা অবাক হয়েছিলেন ও কাঁপছিলেন। তারা আর কাউকে কিছু বললেন না কারণ তারা ভয় পেয়েছিলেন।9সপ্তাহের প্রথম দিনে যীশু পূনরুত্থানের পর প্রথমে সেই মগ্দলীনী মরিয়মকে দেখা দিলেন, যার কাছ থেকে তিনি সাতটি ভূত ছাড়িয়ে ছিলেন। 10মগ্দলীনী মরিয়ম গিয়ে যারা যীশুর সঙ্গে থাকতেন, তাদেরকে খবর দিলেন, তখনও তারা শোক করছিলেন ও কাঁদছিলেন। 11যখন তারা শুনলেন যে, যীশু জীবিত হয়েছেন ও তাকে দেখা দিয়েছেন, কিন্তু তারা সেই কথা বিশ্বাস করলেন না।12তারপরে তাঁদের দুই জন যখন গ্রামে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি আর এক চেহারায় তাঁদের দেখা দিলেন। 13তারা দুজন গিয়ে অন্যান্য সবাইকে এই কথা জানালেন, কিন্তু তাদের কথাতেও তারা বিশ্বাস করলেন না।14তারপরে সেই এগারো জন শিষ্য খেতে বসলে যীশু তাদের আবার দেখা দিলেন এবং তাঁদের বিশ্বাসের অভাব ও মনের কঠিনতার জন্য তিনি তাদের বকলেন; কারণ তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হওয়ার পর যাঁরা তাঁকে দেখেছিলেন তাঁদের কথায় তাঁরা অবিশ্বাস করেছিল। 15যীশু সেই শিষ্যদের বললেন, “তোমরা পৃথিবীর সব জায়গায় যাও, সব সৃষ্টির কাছে গিয়ে সুসমাচার প্রচার কর। 16যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করে, সে পাপ থেকে উদ্ধার পাবে; কিন্তু যারা বিশ্বাস করবে না, তারা শাস্তি পাবে।17আর যারা বিশ্বাস করে, তাদের ভেতরে এই চিহ্নগুলো দেখা যাবে; তারা আমার নামে ভূত ছাড়াবে, তারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে। 18তারা হাতে করে সাপ তুলবে এবং তারা যদি বিষাক্ত কিছু পান করে তাতেও তারা মারা যাবে না; তারা অসুস্থদের মাথার উপরে হাত রাখলে তারা সুস্থ হবে।19যীশু শিষ্যদের সঙ্গে কথা বলার পর তিনি স্বর্গে চলে গেলেন এবং তিনি ঈশ্বরের ডান পাশে বসলেন। 20আর শিষ্যেরা গিয়ে সব জায়গায় প্রচার করতে লাগলেন এবং প্রভু তাদের সঙ্গে থেকে আশ্চর্য্য চিহ্ন দ্বারা সেই বাক্য প্রমাণ করলেন।